আগে নিরাপত্তা, পরে কাজ

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ)

নির্দেশিকা

THE WORLD BANK

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELPMENT

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

মার্চ ২০২৬

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা (ওএসএইচ)

আগে নিরাপত্তা,
পরে কাজ

মানতে নিয়ম
নেইকো লাজ

THE WORLD BANK

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELPMENT

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রণয়ন
মৃত্যুঞ্জয় রায়
পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ
ড. নছিবা আক্তার
জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
পিসিইউ, পার্টনার

পর্যালোচনা ও সম্পাদনা
ড. গৌরগোবিন্দ দাশ
অ্যাডিশনাল প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
এপিসিইউ, ডিএই, পার্টনার

অনুমোদন
আবুল কালাম আজাদ
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, পার্টনার

অনুমোদনের তারিখ
২৫ আগস্ট ২০২৫

প্রকাশের তারিখ
জানুয়ারি ২০২৬

মুদ্রণ
হিরা এ্যাড
১২৬ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭০৭ ৫২৮৩০৭

কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, অনুমোদিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত। © পার্টনার

সুচিপত্র

অধ্যায় ১. ভূমিকা ৯

১.১ পরিধি

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ প্রযোজ্যতা

১.৪ নির্দেশিকা কীভাবে ব্যবহার করবেন

১.৫ শর্তাবলীর সংজ্ঞা

১.৬ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকার মূল উপাদান

১.৭ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য আইন, নীতি ও বিধি

১.৮ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পালনের শর্তাবলী

১.৯ চুক্তি/ বিডিং ডকুমেন্টে অন্তর্ভুক্ত OSH এর প্রয়োজনীয়তা

১.১০ সাধারণ নিরাপত্তা বিষয়াবলী

অধ্যায় ২. কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও স্বাস্থের দায়িত্ব ১৩

২.১ বিস্তারিত দায়িত্ব

২.২ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বাস্তবায়নের মূল দিক

২.৩ যথার্থতা

অধ্যায় ৩. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা ১৫

৩.১ রেকর্ড রাখার জন্য প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা

৩.২ সাইটে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত ডকুমেন্ট বা নথি রাখা

৩.৩ সাইট লেআউট বা নকশা প্রদর্শন

৩.৪ সাইট সুরক্ষা পরিকল্পনা

৩.৫ সাধারণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিধান

৩.৬ কর্মীদের প্রশিক্ষণ

৩.৭ ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম বা পিপিই ব্যবহার

৩.৮ ঢালাই কাজ ও রাজমিস্ত্রিদের নির্মাণ কাজে প্রয়োজনীয়তা

৩.৯ ইস্পাত নির্মাণ

৩.১০ ধ্বংস ক্রিয়া

৩.১১ চিকিৎসা পরিষেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

৩.১২ ভারা নকশা ও স্থাপন

৩.১৩ ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

৩.১৪ উঁচুস্থানে কাজ করা

৩.১৫ বৈদ্যুতিক কাজ

৩.১৬ বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য ও পদার্থ

৩.১৭ ঝালাই ও উত্তাপের কাজ

৩.১৮ কর্মক্ষেত্র বা সাইটে নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীকের নির্দেশিকা

৩.১৯ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বাস্তবায়ন ক্ষেত্রসমূহ

৩.২০ স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিকল্পনা

৩.২১ উপকরণ পরিচালনা ও মজুদ
৩.২২ শিশু ও ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির ওপর বিধিনিষেধ
৩.২৩ কর্মক্ষেত্রের সাধারণ ঝুঁকি বা বিপত্তিসমূহ
৩.২৪ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রতিপালনকারীর কাজ
৩.২৫ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
২.২৬ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত টিপস
৩.২৭ প্রতিবেদন

অধ্যায় ৪. জেন্ডারভিত্তিক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ২৭
৪.১ ভূমিকা
৪.২ জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি
৪.৩ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
৪.৪ প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ
৪.৫ ঘটনার উদাহরণ
৪.৬ উপসংহার

অধ্যায় ৫. OSH-এর জন্য শ্রমিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) ৩০
৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ মূল নীতি
৫.৩ অভিযোগের জন্য বাধ্যতামূলক গ্রহণ চ্যানেল
৫.৪ গোপনীয়তা এবং প্রতিশোধ না নেওয়া
৫.৫ SEA/SH সারভাইভার-সেন্টারড রেফারেল (প্লেসহোল্ডার প্রোটোকল)
৫.৬ পদ্ধতি, কাঠামো এবং সমাধানের সময়সীমা
৫.৭ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা
৫.৮ মাসিক OSH লগবুকে রিপোর্টিং

অধ্যায় ৬. পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন ৩২
৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ উপাদান
৬.৩ পরিবীক্ষণ
৬.৪ মূল্যায়ন
৬.৫ প্রতিবেদন

সংযোজনী ১: প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ৩৪
সংযোজনী ২: কর্মস্থল-নির্দিষ্ট পেশাগত ও স্বাস্থ্যগত বিষয় মনিটরিং চেকলিস্ট ৩৫

পূর্বকথা

কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)-এর বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থা নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে পূর্তকাজ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ত বা নির্মাণ কাজের সময় নানা ধরনের ঝুঁকি থাকে ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। ফলে নানা রকমের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি, দূর্ঘটনা ও বিপত্তি চলে আসে। এমনকি চরম অবস্থায় কারো মৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক না। এতে জীবনহানিসহ কাজের উৎপাদনশীলতা কমে যায়।

কাজের সময় বা পেশাগত অসুস্থতা, রোগ ও যে কোনো আঘাতের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করা আমাদের কর্তব্য, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থারও সেটি এক ঐতিহাসিক আদেশ। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব ব্যাংক ও ইফাদ এবং পার্টনারও শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলাকে সমর্থন করে না। নিরাপদ ও সুকর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সকলের কাম্য।

এ উদ্দেশ্যে পার্টনার 'পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা (Occupational Safety and Health guidelines)' প্রণয়ন করেছে। এ নির্দেশিকায় রয়েছে এটি ব্যবহারের নিয়মকানুন, দায়িত্ব, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং, রিপোর্টিং ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রতিপালনের সুস্পষ্ট গাইডলাইন। এটা অনুসরণ করলে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক নারী ও পুরুষ কর্মীর জন্য একটি নিরাপদ ও মানবিক কর্মক্ষেত্র বা ওয়ার্কপ্লেস প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা চাই না, কাজ করতে এসে কোনো শ্রমিকের কোনো দূর্ঘটনা ঘটুক, কোনো বিপদ বা বিপত্তির শিকার হন। সেজন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতিগুলো মেনে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করি বাস্তবায়নকারী সবাই এটি ভালভাবে পড়বেন, বুঝবেন ও নির্দেশনাগুলো মেনে চলবেন। সব সময় মনে রাখতে হবে- আগে নিরাপত্তা, পরে কাজ।

আমি এ নির্দেশিকাটি তৈরির নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দিতে এবং অনুমোদন করতে পেরে আনন্দিত। পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞসহ যাঁরা এটি তৈরি ও সম্পাদনা করতে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি, এ নির্দেশিকার মাধ্যমে সংস্থাগুলো তাদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে প্রত্যেকটি কর্মস্থলে একটি টেকসই নিরাপদ সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। এটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলে আমরা সবাই উপকৃত হব।

আবুল কালাম আজাদ
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর
পিসিইউ, পার্টনার

সংক্ষিপ্ত রূপ

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ
OSH	Occupational Safety and Health
PARTNER	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition Enterpreuneurship and Resilance in Bangladesh
GBV	Gender Based Violence
PPE	Personal Protective Equipment
ILO	International Labor Organization
GOB	Government of Bangladesh

দায় বর্জন বিবৃতি

এই পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) নির্দেশিকা কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সকল সংস্থার পূর্তকাজে নিয়োজিত কর্মীদের কর্মস্থলে কর্মকালীন সময়ে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক। কেউ তা প্রতিপালন না করলে ও সে কারণে কোনো কর্মস্থলে কোনো বিপত্তি বা দূর্ঘটনা ঘটলে সেজন্য পার্টনার কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। মনে রাখা দরকার যে, আগে নিরাপত্তা পরে কাজ।

অধ্যায় ১

ভূমিকা

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি সারা বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর অনুমান অনুসারে, বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর প্রায় ৩০ কোটিরও বেশি কর্মকালীন দুর্ঘটনা ঘটে, প্রতি বছর কর্মক্ষেত্রে প্রায় ১৬ কোটি রোগের ঘটনা ঘটে ও প্রায় ২ দশমিক ৩ মিলিয়ন বা ২৩ লাখ মানুষ কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ও রোগের কারণে মারা যায়। সুতরাং, কর্মস্থলে কর্মকালীন সময়ে শ্রমিক বা কর্মীদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান ও স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য একটি কার্যকর নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) নির্দেশিকায় কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি থেকে কর্মীদের রক্ষা করা ও তাদের সুস্থ রাখার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি ও চর্চা বা প্রাকটিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নির্দেশিকায় কর্মক্ষেত্রে পেশাগত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার, নিরাপদ কর্ম-চর্চা অনুশীলন বা অনুসরণ, জরুরি প্রস্তুতি ও কর্মী প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঠিকাদার ও শ্রমিকদের জন্য এই নির্দেশিকায় একটি নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরি এবং দুর্ঘটনা, আঘাত, অসুস্থতা ইত্যাদি প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশিকায় নির্মাণ কাজ বা কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সেগুলো ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের জন্য কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ, এসব বিষয়ে সংবেদনশীলতা বা সাড়া প্রদান বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট সকলের পরস্পরের সাথে সুস্পষ্ট যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপালনীয় বিষয়।

১.১ পরিধি

এই নির্দেশিকাটি পার্টনার প্রোগ্রামের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ নির্মাণ ও সংস্কার কাজের পরিকল্পনা এবং নিরাপদে কর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

১.২ উদ্দেশ্য

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকাটির উদ্দেশ্য হল পার্টনারের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সকল সংস্থার নির্মাণস্থলে নিরাপদে সুস্থভাবে কাজ করার জন্য মৌলিক নীতি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং ঠিকাদার ও সাইট ম্যানেজারদের সাইটে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচালনার উপায়সমূহ নির্ধারণ করাতে সহায়তা করা। এই নির্দেশিকাতে এমন সব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলো কর্মস্থলে উদ্ভুত বিপদ-আপদসমূহ যা উচ্চমাত্রার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে এ নির্দেশিকা বিপদ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করবে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এ নির্দেশিকার অন্যতম উদ্দেশ্যসমূহ হলো -

- নির্মাণকাজে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রতিপালনের ও প্রচারের একটি আইনি ভিত্তি প্রদান করা;
- সাইটের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করা ও
- কর্মস্থলে কর্মীদের জন্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাগুলোর সর্বোত্তম চর্চাগুলো অনুশীলনের জন্য সহজ-সরল রেফারেন্স প্রদান করা।

১.৩ প্রযোজ্যতা

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকাটি পার্টনারের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যার মধ্যে নির্মাণ ও কৃষিক্ষেত্রের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.৪ নির্দেশিকাটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

এই নির্দেশিকাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের অধীনে সমস্ত নির্মাণ কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা, যা সাইটের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য করা হয়েছ। এ সংক্রান্ত কাজগুলো পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো হলো-

- দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এসব বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য
- কাজ বা বাস্তবায়নের পূর্ব পরিকল্পনা
- নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ নিয়ন্ত্রণ
- জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে প্রোটোকল, দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ও তথ্য নথিভুক্তকরণ

এই নির্দেশিকাটি নির্মাণস্থল বা সাইটের সুরক্ষার বিভিন্ন দিক মোকাবেলা করার জন্য অগ্রগামী ব্যবস্থাপনা কর্মীদের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করেছে। ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদার হলেন নির্দেশিকার প্রাথমিক ব্যবহারকারী যিনি তার কর্মীদের উপর এগুলো প্রয়োগ

বা বাস্তবায়ন করবেন। কর্তৃপক্ষ বা সাইট ম্যানেজারের নিশ্চিত করা উচিত যে, এটি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নির্দেশাবলী প্রদানসহ ঠিকাদার উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন।

১.৫ শব্দের সংজ্ঞা

দুর্ঘটনা/ঘটনা (Accident/Incident): এই নির্দেশিকায় দুর্ঘটনা ও ঘটনা শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক। যেকোনো কোনো লেখা বা টেক্সটের মধ্যে দুর্ঘটনা শব্দটি ব্যবহৃত হলেও সেটি আসলে কোনো ঘটনা বা তার বিপরীত রূপ। তাই দুর্ঘটনা হলো একটি আকস্মিক ঘটনা, যা আঘাত, অসুস্থতা, পরিবেশগত বা সম্পত্তির ক্ষতি, বা ব্যবসায়িক ব্যাঘাতরূপে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে (অথবা হতে পারত)।

চুক্তিবদ্ধ কাজ (Contract work): এটি হল পার্টনার বা এজেন্সির কর্তৃক প্রদেয় আদেশের শর্তাবলী অনুসারে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত যেকোনো সেবা বা কাজের চুক্তি, যেখানে উল্লেখ করা হয় কি কাজ, কত মূল্যে, কতদিনে তিনি করবেন; এককালীন, দৈনিক ফি বা মূল্য, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যায়িত কাজ যা ঠিকাদার ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ঠিকাদারের অধীনে থাকা কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত হবে।

ঠিকাদার (Contractor): ঠিকাদার হলো একটি বহিরাগত দায়িত্বগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যাকে একটি প্রোগ্রাম/প্রকল্প বা এজেন্সি দ্বারা চুক্তির আকারে একটি নির্মাণ কাজ বা কাজ সম্পাদন করার জন্য আহ্বান করা হয়।

নির্মাণ (Construction): এর অর্থ হলো এমন কাজ যা পার্টনার প্রোগ্রামের অবকাঠামোর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয় বা গ্রহণের ব্যবস্থা করে।

নির্দেশিকা (Guidelines): নির্দেশিকা বলতে এখানে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা বোঝায়।

বিপত্তি (Hazard): ক্ষতির একটি সম্ভাব্য উৎস। এর অর্থ এমন একটি পরিস্থিতি যা মানুষের আঘাত, সম্পত্তি, উদ্ভিদ বা সরঞ্জামের ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষতি বা অর্থনৈতিক ক্ষতিসহ অন্যান্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য: পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য হল কর্মক্ষেত্রে (অর্থাৎ পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময়) মানুষের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত একটি বহুমুখী ব্যবস্থাপনা।

ঝুঁকি (Risk): কোনো বিপত্তি বা বিপদের সংস্পর্শে আসা বা আসার সম্ভাবনা, এবং এই ধরনের সংস্পর্শের পরিণতি ভোগ করা।

ঝুঁকি নিরূপণ (Risk assessment): বিপদ বা বিপত্তি সনাক্তকরণ, ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য একটি কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত পদ্ধতি।

নিরাপত্তা (Safety): ক্ষতির অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি থেকে মুক্তি।

উপ-ঠিকাদার (Sub-contractor): যেখানে ঠিকাদার, যিনি সংস্থার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, অন্য ঠিকাদারের সাথে যদি আর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, সেক্ষেত্রে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদনকারী হয়ে ওঠেন একজন গৌণ ঠিকাদার, অর্থাৎ একজন উপ-ঠিকাদার।

কর্মক্ষেত্র বা স্থান (Work area): কর্মক্ষেত্র বা সাইট বলতে বুঝায় এমন একটি ভৌগোলিক অবস্থান, যার ভেতরে বা মাধ্যমে একটি কাজ বা সে কাজের একটি অংশ সম্পাদন করা হয়।

কাজ (Work): চুক্তির সাথে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলার জন্য ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজ ও পরিষেবাকে বোঝায়।

১.৬ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকার মূল উপাদান

- **বিপত্তি বা বিপদ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ:** কর্মক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিপত্তি বা বিপদ চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকি দূর বা কমানোর জন্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। এর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা (যেমন, প্রকৌশল কাজের নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান ইত্যাদি) এবং নিয়মিতভাবে এই নিয়ন্ত্রণমূলক কাজগুলো পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।
- **ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার:** অন্য কোনও উপায়ে বিপত্তি বা বিপদ দূর অথবা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী যেমন- অ্যাপ্রোন, বুট, গ্লাভস, শক্ত টুপি, সুরক্ষা চশমা, শ্বাসযন্ত্র সুরক্ষা সামগ্রী, পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষার সামগ্রী ইত্যাদি ব্যবহার বা পরিধান এবং তা নিশ্চিত করা।
- **নিরাপদ কাজের অনুশীলন:** সমস্ত কাজের জন্য নিরাপদ কাজের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগ করা, কর্মীদের এসব পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও সুরক্ষা উদ্বেগ সম্পর্কে মুক্ত যোগাযোগকে উৎসাহিত করা।
- **জরুরি প্রস্তুতি:** কর্মক্ষেত্রের জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে কার্যকরভাবে সাড়া প্রদান করতে জরুরি অবস্থার পরিকল্পনা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা, যার মধ্যে রয়েছে কর্মীদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর পদ্ধতি, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রোটোকল ও জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা।

- **প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা:** ঝুঁকি সনাক্তকরণ, নিরাপদ কাজের অনুশীলন, প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- **একটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কর্মক্ষেত্র বজায় রাখা:** পিছলে পড়া, ধাক্কা লাগা ও পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমাতে এবং দূষক পদার্থের বিস্তার রোধ করতে একটি পরিষ্কার ও সুসংগঠিত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
- **দুর্ঘটনা এবং অনিরাপদ পরিস্থিতির প্রতিবেদন করা:** দুর্ঘটনা, আঘাত, হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া, গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া ইত্যাদি ঘটনার প্রতিবেদন তৈরির জন্য সুস্পষ্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, সেইসাথে অনিরাপদ পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিবেদন তৈরি বা রিপোর্ট করা, যাতে দ্রুত তদন্ত ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
- **পরামর্শ ও যোগাযোগ:** নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে উন্মুক্ত যোগাযোগ এবং পরামর্শকে উৎসাহিত করা, কর্মীদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক দায়িত্ব পালনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা।
- **নিয়ম মেনে চলা:** সকল প্রযোজ্য পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়ম, বিধি-বিধান, বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের মানদণ্ড ইত্যাদি মেনে চলা নিশ্চিত করা।

এই পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও মেনে চলার মাধ্যমে, সংস্থাসমূহ তাদের কর্মস্থলে কর্মকালীন সময়ে একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হবে, তাদের কর্মীদের সুরক্ষা দিতে পারবে এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে পারবে।

১.৭ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন ও বিধি-বিধান

১.৭.১ বাংলাদেশের সংবিধান

দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানে

(i) কৃষক ও শ্রমিকদের মুক্তি (অনুচ্ছেদ ১৪),

(ii) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা (অনুচ্ছেদ ১৮),

(iii) সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ১৯) এবং

(iv) কাজকে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় হিসেবে (অনুচ্ছেদ ২০) রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

১.৭.২ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি-২০১৩

সকলের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী, নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষাপটে, ৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশে জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন ও তা গৃহীত হয়। এই জাতীয় নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা হয়। নীতিটি বাংলাদেশের সকল কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য। নীতিটির চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে কর্মরত সকল নারী ও পুরুষের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জাতীয়ভাবে সমঝোতা করা এবং এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা। একটি শক্তিশালী জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কাঠামো দুর্ঘটনা, মৃত্যু, আঘাত ও পেশা-সম্পর্কিত রোগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে।

১.৭.৩ বাংলাদেশে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় প্রোফাইল

জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রোফাইল ২০১৯ দেশের সকল পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিমালা এবং আইনের সারসংক্ষেপ তৈরির চেষ্টা করেছে, যাতে দেশে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রতিপালন ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। এই প্রোফাইলটি দেশের বর্তমান পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য অবস্থা বিশ্লেষণ ও বাংলাদেশে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হয়েছে। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিধানের সারসংক্ষেপ হল:

(i) কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা: নির্মাণ কাজের সময় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করা।

(ii) ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও সচেতনতা: নিয়োগকর্তাদের অবশ্যই সমস্ত পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি চিহ্নিত করতে হবে এবং সকল শ্রমিককে এ ধরনের ঝুঁকি ও দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

(iii) নীতিমালা অনুসরণ: সরকার পরিচালিত নির্মাণ কাজের সময় নির্মাণ সংস্থা বা ঠিকাদারকে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতিমালা অনুসরণ করার জন্য বাধ্যতামূলক শর্তাবলী আরোপ করতে হবে।

(iv) **দুর্ঘটনা প্রতিরোধ:** কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

(v) **কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ও বিপত্তি প্রতিরো**ধ: কর্মক্ষেত্রের কর্মপরিবেশে একটি আরামদায়ক কর্মক্ষেত্র, ডাস্টবিন, পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল, আলো, তাপমাত্রা, জেন্ডার-বিভেদমূলক টয়লেট এবং ওয়াশরুম ইত্যাদি বজায় রাখা।

(vi) **রোগ প্রতিরোধ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা:** স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকি চিহ্নিত করা, পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১.৭.৪ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা মানদণ্ড (ESS)

বিশ্বব্যাংকের দুটি মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড শ্রম ও কর্মপরিবেশ (ESS 2) এবং সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ESS 4) এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

১.৭.৫ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ILO নির্দেশিকা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রবর্তনে সংস্থা বা প্রকল্পগুলোকে সহায়তা করার জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা সম্পর্কিত নির্দেশিকা সম্পর্কিত ILO-পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ২০০১ প্রকাশ করেছে। এই নির্দেশিকা বা গাইডলাইন কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতিকে উৎসাহিত করে, যা নীতি, সংগঠন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও উন্নতির জন্য একটি পদক্ষেপ যা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

১.৮ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) ব্যবস্থা পালনের শর্তাবলী

নির্মাণ স্থানে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) পালনের বাধ্যবাধকতা বিভিন্ন আইনি কাঠামো, সংস্থার পর্যবেক্ষক বা পরিদর্শকদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শন ও ঠিকাদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত কঠোর, সাইট-নির্দিষ্ট সুরক্ষা পরিকল্পনার সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মূল পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে PPE ব্যবহার কার্যকর করা, ভারা-মাচার স্থিতিশীলতা, অগ্নি নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ঝুঁকি সম্পর্কে কর্মীদের শিক্ষা। ঠিকাদাররা প্রাথমিকভাবে OSH-এর জন্য দায়ী, তাদের বিপদ-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে এবং সমস্ত শ্রমিকের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে এগুলো বাধ্য করে। কার্যকর প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে অঘোষিত সাইট পরিদর্শন, কাঠামোগত স্থিতিশীলতা (যেমন, ভারা) পরীক্ষা করা, সঠিক চিহ্নাদি ও সাইনবোর্ড এবং এ বিষয়ে নেয়া জরুরি পদক্ষেপগুলো যাচাই করা।

১.৯ চুক্তি/বিডিং ডকুমেন্টে অন্তর্ভুক্ত OSH এর প্রয়োজনীয়তা

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রয়োজনীয়তাসমূহ কাজের চুক্তি এবং বিডিং ডকুমেন্টে একটি কাঠামোগত, বহু-পর্যায়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা নিশ্চিত করে যে প্রাথমিক দরপত্র থেকে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়। এই একত্রীকরণের মধ্যে OSH কে একটি চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, দরদাতাদের তাদের নিরাপত্তা ক্ষমতা প্রমাণ করতে হয় এবং বিলের পরিমাণের (BoQ) মধ্যে নির্দিষ্ট নিরাপত্তা খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে OSH প্রয়োজনীয়তাসমূহে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

- **নিরাপত্তা প্রাক-যোগ্যতা:** বিডিংয়ের আগে, ঠিকাদারদের নিরাপত্তা রেকর্ড, যেমন ঘটনার হার, আইনি নোটিশ এবং অতীতের কর্মক্ষমতা ইত্যাদিকে বিবেচনা করতে হবে, যাতে বুঝা যায় যে তিনি/তারা OSH ঝুঁকি পরিচালনা করতে সক্ষম।
- **টেন্ডার জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা:** দরদাতাদের প্রায়শই একটি স্বাক্ষরিত আচরণবিধি (CoC) কাগজ, একটি বিস্তৃত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা জমা দিতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে জরুরি পদ্ধতি, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং উদ্দিষ্ট নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- **বিলে পরিমাণ (BoQ):** OSH প্রয়োজনীয়তাসমূহকে BoQ-তে লাইন আইটেম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা (যেমন, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের খরচ, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ)। এটি অন্তর্ভুক্ত থাকলে যা ঠিকাদারদের নিরাপত্তা খরচ কমানোর প্রশ্ন ওঠে না।
- এই নথিগুলিতে OSH প্রয়োজনীয়তাসমূহ এম্বেড করে, ক্লায়েন্ট নিশ্চিত করে যে নিরাপত্তা কেবল কাজের পরের চিন্তা নয়, বরং চুক্তির একটি বাধ্যতামূলক, অর্থায়িত এবং পর্যবেক্ষণ করার অপরিহার্য উপাদান।

১.১০ সাধারণ নিরাপত্তা নিয়ম

পার্টনারের নির্মাণ সাইটের সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সাধারণ নিরাপত্তা নিয়মগুলো প্রযোজ্য:

- পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় নিরাপত্তা হেলমেট, নিরাপত্তা বুট ও উপযুক্ত পোশাক অবশ্যই পরতে হবে। বিপদের ঝুঁকি পরিহার ও বিশেষ এলাকার পৃথক চিহ্নিতকরণ অনুসারে, অতিরিক্ত/বিকল্পভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (নিরাপত্তা গগলস, নিরাপত্তা গ্লাভস, নিরাপত্তা জুতা ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে।
- শব্দদূষণকারী এলাকায় (শব্দের মাত্রা> ৮৫ ডেসিবল) কানের সুরক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই পরতে হবে।
- নির্দিষ্ট কাজ শুরু করার আগে, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিতে বা জানতে হবে।
- ঠিকাদার কর্মীদের কেবল তাদের নির্দেশিত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে।
- বিস্ফোরণ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মোবাইল ফোন ও দাহ্য বস্তু আনা যাবে না।

অধ্যায় ২

কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব

কোনো কর্মস্থল বা নির্মাণ স্থানের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব এককভাবে শুধু উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বা ঠিকাদারের না, এই দায়িত্ব কর্মস্থলে কাজ করা প্রত্যেকের। তাই কর্মস্থলের কর্মপরিবেশ ভালো রাখা, কর্মকালীন কাজকে ঝুঁকিমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ ও সুস্থ থাকার ব্যাপারে সবারই সবাইকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। যদিও এর মধ্যে শীর্ষ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে ঠিকাদারের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, তবু তা একার পক্ষে ঠিক রাখা সম্ভব না। ঠিকাদারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা, যার মধ্যে থাকে বিপত্তি বা বিপদগুলো চিহ্নিত করা ও সেগুলো প্রশমন করা, প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা তাদের সাইট সুপারভাইজারদের দ্বারা নিশ্চিত করবেন যেন শ্রমিকরা নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে চলেন ও দ্রুত বিপদ মোকাবেলা করতে দলগতভাবে এগিয়ে আসেন। এ জন্য কর্মীদের নিরাপত্তা পদ্ধতি অনুসরণ করা, বিপদ হলে দ্রুত রিপোর্ট করা ও নিরাপত্তা উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা শ্রমিকদের দায়িত্ব।

২.১ বিস্তারিত দায়িত্ব

- **শীর্ষ ব্যবস্থাপনা:** একটি বিস্তারিত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করা। এর মধ্যে রয়েছে সম্পদ বরাদ্দ, নিরাপত্তা নীতি নির্ধারণ, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও সকল স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- **ঠিকাদার:** ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রদান এবং পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান বা সুপারভিশন নিশ্চিতকরণসহ একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ প্রদান করা। নির্মাণস্থলে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক চিহ্ন স্থাপন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কল্যাণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- **সাইট সুপারভাইজার বা পরিদর্শক:** নিরাপত্তা পদ্ধতি বাস্তবায়ন, কর্মীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ, দ্রুত বিপদ মোকাবেলা এবং কর্মীদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করা হয়েছে কি না তা দেখা।
- **কর্মী:** নিরাপত্তা পদ্ধতি বা প্রোটোকল অনুসরণ, বিপদ হলে দ্রুত রিপোর্টিং, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে অবশ্যই সাইটে নির্ধারিত সাধারণ নিয়ম ও কর্তব্যসমূহ মেনে চলা এবং কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি ও সেগুলো প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ। কর্মীদের কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি হ্রাস বা নির্মূল করতে হবে, প্রয়োজনে সাইট-নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে অনিরাপদ পরিস্থিতি ও অশংকা সম্পর্কে রিপোর্ট করা।
- **পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রফেশনাল:** এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা প্রফেশনালবৃন্দ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা তৈরি, বাস্তবায়ন, পরিদর্শন পরিচালনা করতে ও পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ প্রদানে জড়িত থাকতে পারেন। পার্টনারের ক্ষেত্রে, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ এ ধরনের প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করতে পারেন।
- **নিরাপত্তা কমিটি:** এ ধরনের কাঠামোয় সাধারণত একটি নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য, বিপদ সনাক্ত করার জন্য ও তা সমাধানের জন্য সে কমিটির সদস্যরা কাজ করেন। কিন্তু পার্টনারের এরূপ কোনও কমিটি নেই, তবে একটি সাইট মনিটরিং কমিটি রয়েছে যারা সংশ্লিষ্ট সংস্থার ইএস ফোকাল পয়েন্ট, এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (APD) এবং পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা কনসালটেন্টদের সাথে পরামর্শক্রমে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বাস্তবায়নের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারেন।

২.২ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বাস্তবায়নের মূল দিক

- **নির্মাণস্থলে কর্মী নিশ্চিতকরণ:** যে কোনো নির্মাণস্থলের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও তদারকির জন্য নিরাপত্তা কর্মী ও ঠিকাদারের প্রতিনিধির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।
- **প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংরক্ষণ ও ব্যবহার:** নির্মাণস্থলে প্রাসঙ্গিক সকল ধরনের ডকুমেন্ট (যেমন পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা) রাখা দরকার।
- **সাইট নকশা প্রদর্শন:** নির্মাণস্থলের নকশাসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও বিপত্তির চিহ্ন/প্রতীক স্থাপন।
- **ঝুঁকি মূল্যায়ন:** সম্ভাব্য বিপদ চিহ্নিত করা ও সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি মূল্যায়ন।
- **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:** চিহ্নিত বিপত্তি বা বিপদসমূহ দূরীকরণ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন অবকাঠামোগত কাজ নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি)।

- **প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা:** কর্মীদের নিরাপদে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রদান করা, যার মধ্যে রয়েছে বিপদ সনাক্তকরণ, নিরাপদ কাজের পদ্ধতি ও জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ।
- **জরুরি প্রস্তুতি:** আগুন, দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সম্ভাব্য ঘটনার প্রতি সাড়া প্রদান, জরুরি পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ।
- **ঘটনা প্রতিবেদন/কেস স্টাডি ও তদন্ত:** মূল কারণ চিহ্নিত করতে ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রতিবেদন তৈরি।
- **পরিবীক্ষণ/মনিটরিং ও মূল্যায়ন:** নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ করা, নিরীক্ষা বা অডিট পরিচালনা করা ও উন্নতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পারফর্ম্যান্স বা কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা।

২.৩ যথার্থতা

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা কাজে একটু পরিশ্রম ও সময় দেওয়া মানে এক বা একাধিক জীবনকে বাঁচানো। এ ব্যবস্থা অনুসরণের অর্থ হলো একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা এবং কর্মী ও অন্যদের ক্ষতি রোধ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই নির্দেশিকাটি একটি সক্রিয় সহায়ক উপকরণ যা কর্মকর্তা ও ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে, বাস্তবায়ন করতে, বিপদ বা বিপত্তি চিহ্নিত করতে, ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। মূলত, এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অর্থ হলো যে, শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা ও ঠিকাদার তার কর্মীদের সুরক্ষার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে বাস্তবসম্মত সবকিছু করেছে।

অধ্যায় ৩

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা হলো পদ্ধতিগতভাবে বিপদ বা বিপত্তি চিহ্নিত করা, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মূল্যায়ন করা, কর্মক্ষেত্রে সম্ভাব্য আঘাত ও অসুস্থতা হ্রাস করে সেসব ঝুঁকি নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। এই কার্যকর পদ্ধতি কেবল কর্মীদের কল্যাণ করে না বরং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, খরচ হ্রাস করে ও প্রোগ্রামের সামগ্রিক সুনাম অর্জনে সহায়তা করে।

৩.১ রেকর্ড রাখার জন্য প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমের জন্য প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তাসমূহের মধ্যে রয়েছে এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা, দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা, পদ্ধতির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা এবং একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা। এই ডকুমেন্ট বা নথিসমূহ কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন ঝুঁকি মূল্যায়ন, বিপদ সনাক্তকরণ, নিরাপদ কাজের চর্চা, জরুরি প্রস্তুতি ও কর্মী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করে। সাইটে থাকা ঠিকাদারের মূলকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নিতে হবে-

- **কর্মীদের অংশগ্রহণ:** ঝুঁকি সনাক্তকরণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রক্রিয়ায় সকল কর্মীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা।
- **প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা:** কর্মস্থলে কর্মরত সকল কর্মী যেনো পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান ও নিরাপদে তাদের কাজ সম্পাদনে সক্ষম হন তা নিশ্চিত করতে হবে।
- **যোগাযোগ:** পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ইস্যু বা বিষয়গুলো নিয়ে যাতে পরস্পর নিজেরা তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে সে চ্যানেল বা যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবস্থা করা।
- **রেকর্ড রাখা:** প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, ঘটনা ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপসহ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সঠিক রেকর্ড বা তথ্য রাখা।

এই প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তাসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্টনারের সংস্থাগুলো একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ তৈরি করতে পারে, ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিয়মগুলো মেনে চলতে পারে।

৩.২ সাইটে E&S নথি সহজলভ্য রাখা

নিম্নলিখিত E&S নথিসমূহ সাইট প্রাঙ্গণে সহজলভ্য থাকা আবশ্যক:

- পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS)
- সাইট-নির্দিষ্ট E&S ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিচালনা নির্দেশিকা (পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা)
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা (পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা)
- পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস্ বা উপকরণ
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং চেকলিস্ট ইত্যাদি।

৩.৩ সাইট লেআউট বা নকশা প্রদর্শন

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমের জন্য একটি কার্যকর, সুচিহ্নিত ও স্পষ্ট সাইট লেআউট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে ঝুঁকি কমাতে ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। এর দ্বারা কর্মক্ষেত্রকে কৌশলগতভাবে সংগঠিত বা জড়িত করা যায়। মূল উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে বাধাহীন হাঁটার পথ, উপকরণ ও সরঞ্জামের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা, সঠিক বায়ুচলাচল, পর্যাপ্ত আলো, জরুরি প্রবেশাধিকার পয়েন্ট, স্টকইয়ার্ড, অস্থায়ী বর্জ্যদানী, শ্রমিক ছাউনি বা ঘর, শৌচাগার বা টয়লেট, বুকের দুধ খাওয়ানোর ঘর, বিশ্রাম কক্ষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এলাকা, বিপজ্জনক এলাকা ইত্যাদি। প্রবেশপথ ও কর্মক্ষেত্রে সাইট লেআউট প্রদর্শিত হবে।

৩.৪ সাইট সুরক্ষা পরিকল্পনা

ঠিকাদার তার প্রতিটি সাইটের জন্য একটি সাইট সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন। জরুরি পদ্ধতি, জরুরি যোগাযোগের নম্বরসহ সাইট সুরক্ষা পরিকল্পনার কপি কর্মীদের জন্য সহজেই দেখার জন্য রাখা উচিত, প্রতিটি কাজের স্থানে ও নোটিশ বোর্ডে তা প্রদর্শন করা যেতে পারে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত, তবে তা সীমাবদ্ধ নয়-

- দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্থানান্তর, নির্মাণ, বিপত্তি বা বিপদ, আগুন, কাঠামোগত ধস, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রোটোকল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা, স্থানান্তর পদ্ধতির বিবরণ ইত্যাদি।
- নিয়মিত ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম ও ফলাফল।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ও সেসব সঠিক ব্যবহারের চেকলিস্ট।
- দুর্ঘটনা ও ঘটনা তদন্ত প্রতিবেদন।
- নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ রেজিস্টার।
- সাইট ইন্ডাকশন রেজিস্টার বা নির্মাণস্থলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক তথ্য সম্বলিত রেজিস্টার।
- নির্ধারিত জরুরি সেবাদানকারী ব্যক্তির নাম ও যোগাযোগের নম্বর।
- প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি।

৩.৫ সাধারণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিধান

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমের জন্য সাধারণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিধানের মধ্যে রয়েছে একটি শক্তিশালী পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদান, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত ইত্যাদি করা সম্ভব হয়। এই বিধান বা প্রভিশনসমূহের লক্ষ্য হলো কর্মক্ষেত্রে পেশাগত ঝুঁকি হ্রাস করা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে দুর্ঘটনা, আঘাত ও অসুস্থতা প্রতিরোধ করা।

৩.৬ কর্মীদের প্রশিক্ষণ

সাইট ম্যানেজার ও ঠিকাদারদের কর্মীদের জন্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা উচিত। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া গুরুতর আঘাত এবং/অথবা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। সমস্ত কর্মীদের সাইটের নিয়ম ও সুরক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা উচিত যাতে তারা কাজ শুরু করার আগে সেসব বুঝতে পারে, যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, আগে নিরাপত্তা পরে কাজ। সকল কর্মীদের দ্বারা কাজ শুরু করার আগেই বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত ও কর্মকালীন সময়ের মধ্যেই তা করা উচিত। প্রশিক্ষণে সাইট নিরাপত্তার সাধারণ নিয়ম কানুন, পরিষেবা, সুযোগ-সুবিধা, পেশাগত বিপদ বা বিপত্তি, ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, জরুরি যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

চিত্র-১: কর্মীদের প্রশিক্ষণ

৩.৭ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার

ঠিকাদারদের সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত কর্মী সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। সমস্ত কর্মীদের বিনামূল্যে উপযুক্ত পিপিই সরবরাহ করতে হবে। নিরাপত্তা/সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে সাইটে প্রবেশের আগে দর্শনার্থী ও ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাসহ সমস্ত কর্মীরা যেন উপযুক্ত পিপিই পরিধান করেন। সমস্ত সাইটে যেন প্রয়োজনীয় সংখ্যক হার্ড হ্যাট, সেফটি বুট, জ্যাকেট, সেফটি হেলমেট, গ্লাভস ইত্যাদি থাকে। ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদার সমস্ত কর্মীকে তাদের কাজের সময় সর্বদা উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরতে নির্দেশ দেবেন।

চিত্র-২: ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার

৩.৮ ঢালাই ও রাজমিস্ত্রিদের জন্য নির্মাণ কাজের সময় প্রয়োজনীয়তা

ঢালাই কাজ ও রাজমিস্ত্রিদের নির্মাণ কাজের সময় দুর্ঘটনা এবং আঘাত প্রতিরোধের জন্য পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য চর্চাসমূহ কঠোরভাবে মেনে চলা প্রয়োজন। মূল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহার, উপকরণ ও সরঞ্জামের নিরাপদ পরিচালনা, উপর থেকে পড়ে যাওয়ার সুরক্ষা ব্যবস্থা, ধুলো-বালি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম হতে পারে-

- **সাধারণ নির্মাণ কাজঃ** শক্ত টুপি, সুরক্ষা চশমা বা গগলস, গ্লাভস। **অপরিহার্য।**
- **ঢালাই বা কংক্রিটের কাজঃ** পানিরোধী গ্লাভস, স্লিপ-প্রতিরোধী বুট (পা রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট উঁচু), এবং হাঁটু সুরক্ষা (যদি হাঁটু গেড়ে বসে থাকেন)। **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।**
- **ধুলো-বালি সংস্পর্শঃ** ধুলো উৎপন্ন করে এমন উপকরণের সাথে কাজ করার সময় রেসপিরেটর বা ধুলোর মুখোশ প্রয়োজন। **গুরুত্বপূর্ণ।**

৩.৯ ইস্পাত নির্মাণ

ইস্পাত দ্বারা নির্মাণকাজ একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ পর্যায়ের কাজ। এজন্য একাজে শক্তিশালী পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে পতন সুরক্ষা, কাঠামোগত স্থিতিশীলতা, উপযুক্ত রশি-দড়ি এবং ব্যাপক কর্মী প্রশিক্ষণ। ইস্পাত দ্বারা নির্মাণ কাজের সময় ঝুঁকি কমানোর জন্য একটি স্থান-নির্দিষ্ট নির্মাণ পরিকল্পনা, কার্যকর যোগাযোগ ও সুরক্ষা মান মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১০ ধ্বংস ক্রিয়া

শ্রমিক ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ভবন বা স্থাপনা ধ্বংসের সময় সতর্কতামূলক পরিকল্পনা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত। এ বিষয়ের মূল দিকসমুহের মধ্যে রয়েছে ধ্বংসের বিপদ সনাক্তকরণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন, উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, নিরাপদ কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ ও জরুরি প্রস্তুতি।

চিত্র ৩. ধাপে ধাপে ধ্বংস অভিযানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

৩.১১ চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে, কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার প্রাপ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী, সহজলভ্য প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামের কিট এবং আঘাত ও অসুস্থতা মোকাবেলার জন্য প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য অনুসরণে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও প্রাথমিক চিকিৎসার মূল দিকসমূহ হলো-

- **প্রশিক্ষিত কর্মী:** কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত কর্মী থাকা উচিত।
- **প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম কিট:** মৌলিক প্রাথমিক চিকিৎসা কিট যেন সহজেই নাগালের মধ্যে থাকে সে ব্যবস্থা করা উচিত। ব্যান্ডেজ, ড্রেসিং, অ্যান্টিসেপটিক ইত্যাদি সরঞ্জাম এ কিটে বা বাক্সে থাকতে পারে (সংযোজনী ১)। এসব সামগ্রী বা মরঞ্জামের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও মজুদ থাকা উচিত।
- **জরুরি পরিষেবা:** দ্রুত জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার জন্য (বিশেষ করে বিভিন্ন আঘাত ও গুরুতর অসুস্থতা চিকিৎসার জন্য) সুস্পষ্ট পদ্ধতি থাকা উচিত।
- **প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ:** দক্ষতা বজায় রাখার জন্য ও সর্বোত্তম চিকিৎসা অনুশীলন সম্পর্কে হালনাগাদ থাকার জন্য কর্মীদের নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।
- **হাতের নাগালে রাখা:** প্রাথমিক চিকিৎসার কিট ও প্রশিক্ষিত কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে সকল কর্মীর কাছে সহজেই হাতের নাগালে থাকা উচিত।
- **বাড়তি বিশেষ চাহিদা:** কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, অতিরিক্ত বা বাড়তি কিছু চিকিৎসা সরঞ্জামের দরকার হতে পারে (যেমন অক্সিজেন সিলিন্ডার, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র ইত্যাদি)। সেগুলো রাখার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রাথমিক চিকিৎসার ঘটনা, প্রশিক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবহারের সঠিক রেকর্ড বজায় রাখা উচিত।
- **চিকিৎসা পরিষেবা:** কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ স্থানে, পেশাগত স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য চিকিৎসকের উপস্থিতি, স্থানীয় হাসপাতাল বা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে।

৩.১২ ভারা নকশা এবং স্থাপন

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমের জন্য ভারা-মাচার নকশা ও সেগুলো স্থাপনকে অবশ্যই নিয়মকানুন মেনে সঠিক নকশা, দক্ষ কর্মীর তত্ত্বাবধান, উপযুক্ত পরিদর্শন মেনে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ভারা-মাচা স্থাপনের মূল দিকসমূহের মধ্যে রয়েছে এগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, পতন রোধ করা এবং উপযুক্ত উপকরণ ও উপাদান ব্যবহার করা। একজন দক্ষ ব্যক্তি, যার জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার দ্বারা ভারার নকশা করা, খাড়া করা ও ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করা উচিত। ভারাগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত যাতে সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রার কমপক্ষে চারগুণ লোড বা ওজন সহ্য করতে পারে। প্ল্যাটফর্মগুলি কমপক্ষে ৫০ সেন্টিমিটার চওড়া হওয়া উচিত যাতে তার উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ করা ও চলাচল করা যায়। তবে চলাচল নিরাপদ করার জন্য সঠিকভাবে তা বেঁধে রাখা উচিত।

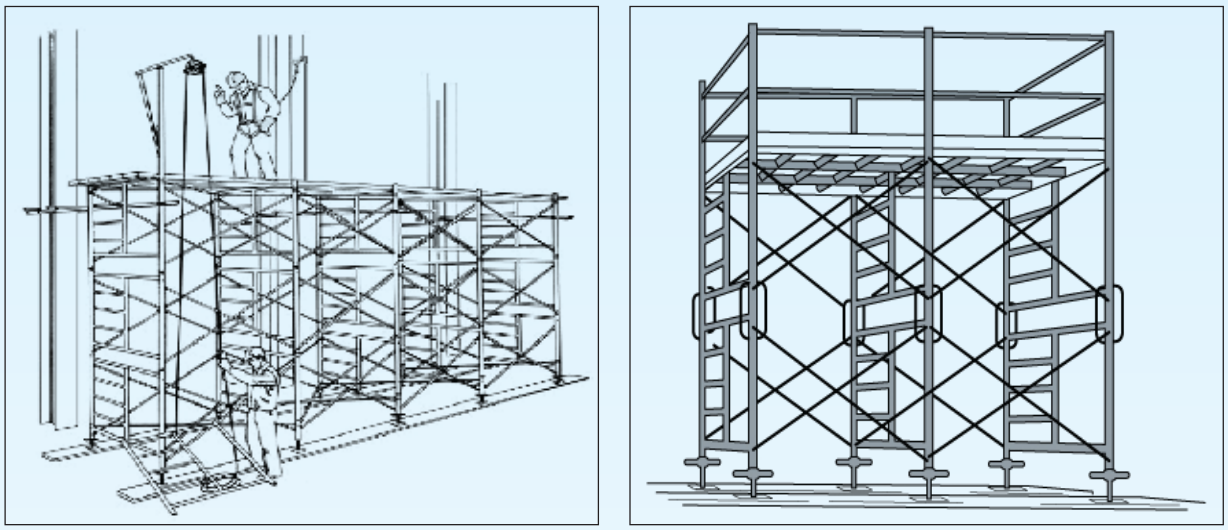

চিত্র ৪: ভারার নকশা

৩.১৩ ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ করতে হলে সেখানকার বিপদ ও সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা দরকার। সেগুলো সনাক্তকরণের পর সেগুলো মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঠিকাদারকে প্রস্তাবিত কাজের সাথে জড়িত ঝুঁকি ও বিপদসমূহ সনাক্ত করতে হবে ও মোকাবেলার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩.১৪ উঁচু স্থানে কাজ করা

উঁচু স্থানে কাজ করা ভীষণ ঝুঁকির ব্যাপার যদি সেখানে যথাযথ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া না হয়। এসব কাজে গুরুতর দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হয়। অতএব, যেখানে কোনও ব্যক্তি বা কোনও উপকরণ বা জিনিসপত্র অনেক উঁচু থেকে বা কাজের স্থান থেকে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, সেখানে একজন ব্যক্তি বা কোনও উপকরণ বা জিনিসপত্র কতটা দূরে পড়ে যেতে পারে তা খেয়াল করা উচিত। প্রয়োজনে সুরক্ষা জাল সরবরাহ করতে হবে; নিরপত্তা সুরক্ষ জাল কর্মক্ষেত্রের নীচের দিকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি ঝুলিয়ে বা টাঙিয়ে রাখতে হবে; এবং পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা দিয়ে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনও ব্যক্তি পড়ে গেলে সেখানে আটকে থাকতে পারে। সুরক্ষা উপকরণসমূহ সাপ্তাহিকভাবে পরীক্ষা করা উচিত এবং প্রয়োজনে সেসব প্রতিস্থাপন বা মেরামত করা উচিত।

৩.১৫ বৈদ্যুতিক কাজ

ঠিকাদারদের পূর্বানুমোদন না পেলে কোনও বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, পরিষেবা বা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবহার বা সংযোগ করা যাবে না। ঠিকাদারদের বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, সরঞ্জাম ও ব্যবহারের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রদান করতে হবে। সাইটে সমস্ত বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন কাজ প্রদত্ত পরিকল্পনা অনুসারে করা হবে ও একজন প্রশিক্ষিত ইলেকট্রিশিয়ান বা বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে। প্রথমবারের মতো সরঞ্জামসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা উচিত।

৩.১৬ বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য ও পদার্থ

উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক পোশাক ও সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে, নিরাপদে পরিচালনার লক্ষ্য কর্মী এবং অন্যদের ঝুঁকি দূর করা বা হ্রাস করা উচিত। বিপজ্জনক দ্রব্যাদির লেবেলসমূহ পড়া ভালো ও নির্দেশাবলী মেনে চলা উচিত। বিপজ্জনক দ্রব্যাদি সেগুলোর মূল প্যাকেট বা কন্টেইনারে/পাত্রে একটি নিরাপদ, ভাল বায়ুচলাচলযুক্ত নিরাপদ স্থানে লেবেলের নির্দেশাবলী অনুসারে সংরক্ষণ করা উচিত এবং সকল নির্দেশাবলী মেনে চলা উচিত। রাসায়নিক দ্রব্য ও বিপজ্জনক পদার্থ স্থানান্তর ও পরিবহনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সমস্ত কর্মীকে এ ব্যাপারে সঠিক করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

৩.১৭ ঝালাই ও উত্তাপমূলক কাজ

সমস্ত ঝালাই ও তাপের কাজ এমনভাবে করা উচিত যাতে ঝুঁকি কম থাকে। এসব সরঞ্জাম একটি উপযুক্ত নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত ও সেগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা উচিত। ওয়েল্ডারদের সঠিক গ্রেডের ঢাল, গন্টলেট গ্লাভস, সুরক্ষা জুতা, ওয়েল্ডার অ্যাপ্রোন ও মুখ-চোখের সুরক্ষা প্রদান করা উচিত। আশেপাশের স্থানটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নিরাপদ ও দাহ্য গ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। গ্যাস সিলিন্ডারগুলোকে খাড়া অবস্থানে ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থকে আগুনের উৎস থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে, এক্ষেত্রে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে মাটিতে গড়িয়ে না পড়ে। ক্ষতি এড়ানোর জন্য প্রতিবার ব্যবহারের আগে ঝালাই পাইপটি পরীক্ষা করা উচিত।

৩.১৮ কর্মক্ষেত্রে বা নির্মাণস্থানে নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীকের ব্যবহার

নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহার কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার একটি অপরিহার্য দিক। এই চিহ্নসমূহ কর্মচারি ও দর্শনার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে, সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে ও সেগুলো মানতে উৎসাহিত করে। এখানে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীকের গুরুত্ব, বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ও প্রতীক এবং কীভাবে কার্যকরভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হয় সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীক: নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীক হল সেসব চিত্র যা নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বার্তাগুলি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। কর্মক্ষেত্র, পাবলিক স্পেস ও অন্যান্য পরিবেশে দুর্ঘটনা, আঘাত ও অসুস্থতা প্রতিরোধ করার জন্য এগুলো ডিজাইন করা হয়েছে। এসব চিহ্ন ও প্রতীকসমূহ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত এবং তাদের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট মান মেনে করা হয়েছে।

চিত্র ৫. সাইটে প্রদর্শিত নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীক

নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীকের প্রকার

কর্মস্থল বা নির্মাণস্থলের নিরাপত্তা বিধানে বহু নিরাপত্তামূলক চিহ্ন ও প্রতীক রয়েছে। নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীকসমূহকে তাদের কার্যকারিতা ও সেগুলো যে ধরনের বার্তা বা তথ্য প্রদান করে তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। নীচে প্রধান কয়েকটি নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

- **নিষেধাজ্ঞা চিহ্ন (Prohibition Signs):** এই চিহ্নগুলো এমন কর্মকাণ্ড নির্দেশ করে যা নিরাপত্তার কারণে অনুমোদিত নয়, যেমন 'ধূমপান নিষিদ্ধ' বা 'প্রবেশ করবেন না'। এগুলো সাধারণত লাল সীমানা, একটি তির্যক লাল রেখা ও সাদা পটভূমিতে একটি কালো চিহ্ন সহ বৃত্তাকার হয়।
- **সতর্কতা চিহ্ন (Warning Signs):** এই চিহ্নগুলো কর্মস্থলে বা এলাকায় সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে, যেমন 'উচ্চ ভোল্টেজ যুক্ত বৈদ্যুতিক লাইন' বা 'ভেজা অবস্থায় পিচ্ছিল'। এগুলো সাধারণত ত্রিভুজাকার হয় যার একটি হলুদ বা অ্যাম্বার পটভূমি ও একটি কালো সীমানা এবং প্রতীক থাকে।
- **বাধ্যতামূলক চিহ্ন (Mandatory Signs):** এই চিহ্নগুলো নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে তা নির্দেশ করে, উদাহরণস্বরূপ, 'ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম পড়ুন' বা 'শক্ত টুপি প্রয়োজন'। এসব চিহ্ন প্রায়শই নীল পটভূমি ও একটি সাদা চিহ্ন সহ বৃত্তাকার হয়।

- **জরুরি প্রস্থান চিহ্ন (Emergency exit sign):** এই চিহ্নগুলিতে জরুরি প্রস্থানের পথ, পালানোর পথ, বাহির ইত্যাদি নির্দেশ করে। এসব চিহ্ন সাধারণত আয়তাকার বা বর্গাকার হয় যার পটভূমি থাকে সবুজ ও একটি সাদা দরোজার মধ্য দিয়ে একজন মানুষের বেরিয়ে যাওয়ার প্রতীক থাকে।
- **প্রাথমিক চিকিৎসার চিহ্ন (First aid sign):** চিকিৎসা চিহ্ন হয় ক্রস চিহ্ন যার ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে বৃত্তাকার লাল বা সবুজ রং। যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় তার আশেপাশে রাখা হয়।
- **অগ্নি নিরাপত্তা চিহ্ন (Fire safety sign):** এই চিহ্ন অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম ও অগ্নি নির্বাপণের পথের অবস্থান নির্দেশ করে। এই চিহ্ন সাধারণত আয়তাকার বা বর্গাকার হয় যার পটভূমি থাকে লাল ও আগুনের শিখার একটি সাদা প্রতীক থাকে।
- **অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র (Fire Extinguisher sign):** এই চিহ্নটিতে একটি লাল রঙের অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ছবি থাকে, পটভূমিতে থাকে সাদা রং। আবার বিপরীত রঙও হতে পারে। এটি ব্যবহৃত হয় যেখানে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র রাখা হয়।
- **বিপদ চিহ্ন (Danger sign):** এই চিহ্নগুলো বিষাক্ত পদার্থ, বিকিরণ বা বিস্ফোরক পদার্থের মতো নির্দিষ্ট বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে। এগুলো সাধারণত হীরার আকৃতির হয় যার পটভূমি সাদা, সীমানা কালো এবং প্রতীক থাকে ও বিপদের ধরনের ওপর নির্ভর করে উপরের অর্ধেক অংশে নির্দিষ্ট রঙ (লাল, হলুদ, নীল বা সবুজ) থাকে।
- **নির্মানাধীন চিহ্ন (Under construction sign):** এই চিহ্নটি হলো একটি দৃশ্যমান সতর্কতা যা দেখে জনসাধারণদের সতর্ক করা যায় যে সেখানে কোনো স্থান, রাস্তা নির্মাণ, মেরামত বা পরিবর্তন করা হচ্ছে, সাবধানতা অবলম্বন না করলে বিপদ ঘটতে পারে। এই চিহ্নটি হয় আয়তাকার, হলুদ পটভূমি, কালো বর্ডার ও ভিতরে হাতুড়ি ও স্লাই রেঞ্জের প্রতীক।

নিষেধাজ্ঞা চিহ্ন

সতর্কতা চিহ্ন

বাধ্যতামূলক চিহ্ন

জরুরি নির্গমন চিহ্ন

অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের চিহ্ন

বিষাক্ত দ্রব্যের চিহ্ন

উচ্চ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ লাইনের চিহ্ন

তেজস্ক্রিয় দ্রব্যের চিহ্ন

দাহ্য বস্তু

নির্মানাধীন চিহ্ন

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর চিহ্ন

প্রাথমিক চিকিৎসার চিহ্ন

বিপদ চিহ্ন

প্রাণ বিপত্তি চিহ্ন

প্রবেশ নিষেধ চিহ্ন

জরুরি প্রস্থান চিহ্ন

৩.১৯ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বাস্তবায়ন ক্ষেত্রসমূহ

কৃষিক্ষেত্র বা ফসলের মাঠ: কৃষি শ্রমিকরা প্রায়শই কাজের সাথে সম্পর্কিত আঘাত, ফুসফুসের রোগ, শব্দ-সৃষ্টিজনিত শ্রবণশক্তি হ্রাস, ত্বকের রোগ, সেইসাথে রাসায়নিক ব্যবহার বা দীর্ঘক্ষণ রোদের সংস্পর্শে আসার ফলে বিভিন্ন রোগ এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকেন। কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক এবং অন্যান্য রাসায়নিকও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ঝুঁকি হ্রাসকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নির্মাণ স্থান: নির্মাণ বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক পেশাগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে অন্য যেকোনো খাতের তুলনায় পেশাগত মৃত্যু বেশি হয়। কর্মক্ষেত্র বা নির্মাণ স্থানে নিরাপত্তা বিজ্ঞপ্তি, সাইনবোর্ড, নিরাপত্তা চিহ্ন, প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স, সঠিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (গ্লাভস, অ্যাপ্রোন, হার্ড টুপি, গুগল ইত্যাদি) সেখানে থাকা উচিত।

প্রয়োজনীয়তা: পরিশেষে, নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীকসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার একটি অপরিহার্য দিক। এই চিহ্নগুলো কর্মী বা শ্রমিক, কর্মচারি ও দর্শনার্থীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে, সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে ও নিরাপদ কাজের দিকে পরিচালিত করে। নিরাপত্তা চিহ্ন ও প্রতীকগুলির গুরুত্ব, বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ও প্রতীক এবং সাধারণ সুরক্ষা চিহ্নের ব্যবহার বোঝার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রগুলোর সামগ্রিক সুরক্ষা উন্নয়ন ও দুর্ঘটনা এবং আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারবে। অতএব, নির্মাণস্থলের প্রবেশপথে কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা বিজ্ঞপ্তিসমূহ প্রদর্শন করতে হবে ও যেখানে যে চিহ্ন স্থাপন বা প্রদর্শন করা প্রয়োজন সেখানে সে চিহ্ন স্থাপন করতে হবে।

৩. ২০ স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিকল্পনা

(i) যান চলাচল বা ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ:

নির্মাণ সাইট ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (TMP) হল একটি গুরুত্বপূর্ণ, নথিভুক্ত কৌশল যা যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং পথচারীদের নিরাপদ, সুশৃঙ্খল চলাচল নিশ্চিত করে, ঝুঁকি হ্রাস করে এবং যানজট নিয়ন্ত্রণ করে। এটি নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ, লোডিং জোন, সাইনবোর্ড, গতি সীমা ও যানবাহন থেকে পথচারীদের পৃথক করার জন্য পৃথকীকরণ পদ্ধতির রূপরেখা দেয়। ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মূল উপাদানসমূহের মধ্যে থাকতে হবে:

- **সাইট লেআউট ম্যাপিং:** এই ম্যাপে থাকবে প্রবেশ/প্রস্থান স্থান, পথচারীর পথ, নির্মাণস্থল চলাচলের পথ, উপকরণ পরিবহন রুটের স্পষ্ট সনাক্তকরণ।
- **পৃথকীকরণ কৌশল:** পথচারী ও যানবাহনের মধ্যে সংঘর্ষ রোধ করতে ভৌত বাধা, বেড়া, দেওয়াল ইত্যাদি তৈরি করা যায়। তাছাড়া পথচারীদের জন্য চিহ্নিত হাঁটার পথ ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা ।
- **ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:** ট্র্যাফিক প্রবাহ পরিচালনা ও দৃশ্যমানতা উন্নত করার জন্য, বিশেষ করে জংশনে ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার, সাইনবোর্ড এবং আলো স্থাপন করা দরকার। একটি নির্মাণস্থলের ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (TMP) পথচারী ও যানবাহনকে পৃথক রাখার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, সাইটে সাধারণত গতি সীমা কম রাখতে হয়, প্রায়শই ঘন্টায় ১০-২০ মাইল (প্রায় ১৫-৩০ কিমি/ঘন্টা) নির্ধারণ করা হয়, যা সাইটের ঝুঁকি অনুসারে নির্ধারণ করা হয়।
- **ফ্ল্যাগারের দায়িত্ব:** প্রশিক্ষিত কর্মীরা ট্র্যাফিক বা চলাচলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, নিরাপদ প্রবেশ/প্রস্থান নিশ্চিত করার জন্য ফ্ল্যাগারের ব্যবস্থা রাখা উচিত। তারা পথচারীদের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করে, সতর্ক করে।
- **স্কুল/বাজারের সময়:** স্কুল বা বাজারের কাছাকাছি অবস্থিত নির্মাণ সাইটের জন্য একটি বিশেষ ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (TMP) জনসাধারণের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ও যে সময় বেশি পথচারী চলাচল করে সে সময় আশেপাশে যানবাহন চলাচলের সময়সূচী কঠোরভাবে নির্ধারণ করে পথচারীদের ব্যাঘাত কমাতে হবে। মূল কৌশলগুলোর মধ্যে থাকতে পারে ভারী যানবাহন সরবরাহকে অফ-পিক সময়ে সীমিত করা (যেমন, সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত), পথচারীদের পৃথকীকরণ বা আলাদা রাখা কঠোরভাবে কার্যকর করা ও সাইটে প্রবেশ/প্রস্থানের সময় ব্যাংকম্যান (ট্রাফিক মার্শাল) ব্যবহার করা।

(ii) কমিউনিটি বিজ্ঞপ্তি:

কমিউনিটি বিজ্ঞপ্তির জন্য একটি বিস্তৃত ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (TMP) রাস্তা বন্ধ, বিচ্যুতি এবং পরিবর্তিত প্রবেশ বা অ্যাক্সেস পয়েন্ট সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য প্রদান ও নানাভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। মূল কৌশলগুলো হতে পারে লিফলেট বিতরণ, ওয়েবসাইটে তথ্য প্রদান, এবং প্রকল্পের সময়সীমা, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তিত পাবলিক পরিবহন রুট সম্পর্কে বাসিন্দা এবং যাত্রীদের অবহিত করার জন্য পরিষ্কার, প্রাক-নির্মাণ সাইনবোর্ড স্থাপন করা। নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার ১-২ সপ্তাহ আগে অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা, প্রকল্পের সময়কাল এবং ব্যস্ত সময় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(iii) পরিধি নিয়ন্ত্রণ:

একটি নির্মাণস্থলের পরিধি ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যানবাহন ও পথচারীদের জন্য বেড়া, গেট এবং সাইনবোর্ড ব্যবহার করে স্পষ্ট, পৃথক রুট স্থাপন করতে হবে যাতে প্রবেশাধিকার ব্যবস্থাপনা করা যায়। মূল উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে স্থাপিত প্রবেশ/প্রস্থান পয়েন্ট, নির্ধারিত লোডিং জোন, ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার (পতাকাব্যক্তি/ফ্ল্যাগার) এবং যানবাহন-পথচারীদের সংঘর্ষ রোধ করার জন্য কঠোর গতি নিয়ন্ত্রণ। পথচারীদের হাঁটার পথ থেকে যানবাহনকে আলাদা করার জন্য কংক্রিট বাধা বা বেড়ার মতো কঠোর বাধা স্থাপন করুন। বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে এবং গতি সীমা নির্দেশ করার জন্য পরিধিতে স্পষ্ট, প্রতিফলিত বা আলোকিত সাইনবোর্ড স্থাপন করুন। যানবাহনের ট্র্যাফিক থেকে পৃথক পরিষ্কার, সুরক্ষিত এবং ভালভাবে আলোকিত পথচারী পথ নিশ্চিত করুন। একটি সুপরিকল্পিত TMP দুর্ঘটনা হ্রাস করে, সাইটে কাজের বাস্তবায়নে বিলম্ব কমিয়ে দেয় ও সুরক্ষা নিয়ম মেনে চলতে সহায়তা করে।

(iv) জরুরি সমন্বয়/জরুরি যোগাযোগের স্থান: জনসাধারণের জিজ্ঞাসা বা অভিযোগের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা সরবরাহ করুন।

৩.২১ উপকরণ পরিচালনা ও মজুদ

কর্মক্ষেত্রে বা নির্মাণস্থলে উপকরণ বা সরঞ্জাম রাখার জন্য একটি সুরক্ষামূলক মজুদ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কর্মক্ষেত্র বা ওয়ার্কপ্লেস ও গুদামের মধ্যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দূরত্ব থাকা উচিত।

৩.২২ শিশু ও ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির ওপর বিধিনিষেধ

ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদার ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু এবং ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন। সাইট ইনচার্জের কাছে এই ধরনের যে কোনো সময় পরিদর্শনের রেকর্ড থাকতে হবে।

৩.২৩ কর্মক্ষেত্রের সাধারণ ঝুঁকি বা বিপত্তিসমূহ

- **পিছলে পড়া, ছিটকে পড়া ও পড়ে যাওয়া:** কর্মক্ষেত্রে অ-মারাত্মক আঘাতের সাধারণ কারণগুলো হল পিছলে পড়া, ছিটকে পড়া ও হঠাৎ পড়ে যাওয়া।
- **বিপজ্জনক পদার্থ:** কর্মক্ষেত্রে বিপজ্জনক পদার্থের মধ্যে রয়েছে পরিষ্কারের তরল দ্রব্য বা তেল, জৈবিক এজেন্ট, কাঠের গুঁড়ো, ধুলো, বালি এবং সিলিকার মতো বায়ুবাহিত কণা। সঠিকভাবে পরিচালনা না করা হলে এগুলো গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- **পরিবেশগত পরিস্থিতি:** কর্মক্ষেত্রে পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তবে দুর্ঘটনা ও পেশাগত অসুস্থতার কারণ হতে পারে।
- **দেহ ও মনের ওপর কর্মক্ষেত্রের চাপ:** কর্মক্ষেত্রের চাপ একটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সমস্যা যার সরাসরি পরিণতি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বাড়ায় এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়।
- **যানবাহন-সম্পর্কিত ঘটনা:** কর্মক্ষেত্রে পরিবহন গুরুতর আঘাত বা মৃত্যুর উচ্চ ঝুঁকির কারণ। বিশেষ করে সরবরাহ, নির্মাণ, উৎপাদন ও কৃষিক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত যানবাহন চালনা দুর্ঘটনার কারণ।
- **অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পের ঝুঁকি:** কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড বা ভূমিকম্প ঘটতে পারে। যদিও এ ধরনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে খুব কম ঘটে। তবে, অগ্নিকাণ্ড বা ভূমিকম্পের সম্ভাবনাকে অবহেলা করা বা গুরুত্ব না দেওয়া, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, কিংবা কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণের ঘাটতি থাকলে এ ধরনের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।
- **অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ:** প্রশিক্ষণের দুর্বলতা বা ব্যর্থতা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার একটি সাধারণ অন্তর্নিহিত কারণ।

৩.২৪ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রতিপালনকারীর কাজ

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য অনুশীলনকারী বা প্রতিপালনকারীর প্রধান কাজসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, প্রোগ্রাম, সরঞ্জাম ও কাজ পরিদর্শন, পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করা যাতে তারা সরকারি সুরক্ষা বিধিগুলো মেনে চলেন।
- কর্মীদের বিভিন্ন রাসায়নিক, ভৌত বা অন্যান্য ঝুঁকিসমূহ নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করতে এমনভাবে এসব পদ্ধতির ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা।
- নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবহার প্রদর্শন করা ও কর্মীদের দ্বারা তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- যে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘনার কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিরোধ কৌশল নির্ধারণের জন্য ঘটনাগুলো সঠিকভাবে তদন্ত করা।
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- মনিটর/ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আরাম বা কর্মক্ষমতার ক্ষতি করতে পারে এমন পরিবেশগত বা ভৌত কারণ থাকলে সেগুলো পরীক্ষা করা।
- মনিটরিংয়ের পর সেসব ফলাফলের লিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

৩.২৫ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যা করা যেতে পারে সেগুলো হলো-

- প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ঘোষিত ২৮শে এপ্রিল তারিখে উদযাপন করা হয় 'International Occupational Safety and Health Day' এ দিবসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশেও পার্টনারের বিভিন্ন সংস্থার নির্মাণস্থলের শ্রমিকদের অধিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে দিবসটি পালন করা যেতে পারে যাতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।
- সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেল এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের মাধ্যমে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে প্রচারের মাধ্যমে বিষয়টিকে জাতীয়ভাবে গুরুত্ব প্রদান করা।
- সকল নিয়োগকর্তাকে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়গুলো বাস্তবায়নে উৎসাহিত করা।
- সংস্থার কর্মচারি/কর্মীদের জন্য মাঝে মাঝে আলোচনা বা সভা, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা ও কর্মীদের অভিমুখীকরণের ব্যবস্থা করা।

চিত্র ৬. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম

৩.২৬ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত টিপস

কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা যেকোনো কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং প্রোগ্রাম বা প্রকল্পের প্রত্যেকেরই নিরাপত্তা নির্দেশিকা ও নীতিমালা মেনে চলা দরকার। যথাযথ নিরাপত্তা নির্দেশিকা সাবধানতার সাথে অনুসরণ করলে কর্মক্ষেত্রে যে কোনো আঘাত প্রতিরোধ করা সহজ হয়। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ থাকার জন্য আপনি/আপনারা যে কাজগুলো করতে পারেন সেগুলো হলো-

সচেতন থাকুন: সকল কর্মী/কর্মীরা তার আশেপাশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে সবসময় সতর্ক থাকবেন; মনে রাখবেন যে তার নিরাপত্তা তার দায়িত্ব। তার কাজ বা কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ বিপদগুলো বুঝার চেষ্টা করবেন ও সম্ভাব্য বিপজ্জনক এলাকা বা পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকবেন। তাকে কর্মক্ষেত্রে সজাগ ও মনোযোগী থাকা উচিত। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন থাকা উচিত। প্রত্যেকেরই নেশাকর দ্রব্য সেবন বা পান পরিহার করা উচিত। কোনেভাবেই অ্যালকোহল বা মাদকের প্রভাব নিয়ে বা নেশারত অবস্থায় কাজ করা উচিত নয়।

সঠিক ভঙ্গিমা বজায় রাখুন: কাজের সময় তার পিঠ রক্ষা করার জন্য তার সঠিক ভঙ্গিমা ব্যবহার করা উচিত। আপনি যদি ডেস্কে বসে থাকেন, তাহলে আপনার কাঁধ ও নিতম্বকে এক লাইনে রাখুন এবং কুঁজো হয়ে বসা এড়িয়ে চলুন। ভারী জিনিসপত্র তোলার সময় ঝুঁকে পড়া এড়িয়ে চলা উচিত। ভারী জিনিস তোলা বা বহন করার সময় দুই হাত ব্যবহার করুন। পায়ে চাপ দিয়ে, পিঠ সোজা রেখে ও কোমর বাঁকানো না রেখে সঠিকভাবে ভারী জিনিষপত্র উত্তোলন করুন। প্রয়োজনে ভারী কাজের জন্য ব্যাক ব্রেস পরুন। ভারী জিনিসপত্র তোলার আগে তার ওজন পরীক্ষা করে নিন। জিনিসপত্র ধীরে ধীরে তুলুন। দরকার হলে খুব ভারী জিনিস সরাতে অন্যের সাহায্য চান।

নিয়মিত বিরতি নিন: যদি কেউ ক্লান্ত বোধ করেন তবে তার উচিত অল্প বিশ্রাম নেওয়া। অন্যথায় কর্মক্ষেত্রে তা আঘাতের কারণ হতে পারে। নিয়মিত বিরতি তাকে কাজের সময় সতেজ ও সতর্ক থাকতে সাহায্য করে। বিশেষ করে যখন তার এমন কোনও কাজ থাকে যার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয় তখন তার জন্য ক্ষণিকের বিরতি নেওয়া উচিত।

সরঞ্জাম সঠিকভাবে ব্যবহার করুন: খেয়াল রাখতে হবে যেন শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি চালানোর সময় বা সরঞ্জাম ব্যবহার করার সময় সবসময় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেন। শর্টকাট পদ্ধতির ব্যবহার কর্মক্ষেত্রে আঘাতের একটি প্রধান কারণ। সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত টিপসগুলি মেনে চলুন:

- কেবলমাত্র সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন যেগুলো ব্যবহার করার জন্য আপনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও ব্যবহারের জন্য আপনি অনুমোদিত।
- যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্বে তার সমস্ত লেবেল ও নির্দেশাবলী পড়ুন এবং তা অনুসরণ করুন।
- সরঞ্জামগুলো ব্যবহারের পর সেগুলো পরিষ্কার করে ভালোভাবে সঠিক স্থানে রাখুন।
- যন্ত্র চালু অবস্থায় কোনোরূপ অবহেলা করবেন না। কখনও চলন্ত যন্ত্রপাতিতে আঙুল বা অন্যান্য জিনিস রাখবেন না।
- সর্বদা অপারেটিং নির্দেশাবলী মেনে চলুন।
- যদি কিছু ভুল মনে হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি মেশিনটি বন্ধ করুন ও অন্যের সহায়তা নিন। আপনার আশেপাশের লোকদের সাথে যোগাযোগ করুন।
- ভারী যন্ত্রপাতির সামনে কখনও হাঁটবেন না।
- কর্ড, সুইচ এবং বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণসহ বিপজ্জনক জিনিসপত্রে হস্তক্ষেপ করবেন না।
- উপযুক্ত ও কম্প্যাক্ট পোশাক পরুন; ঢিলেঢালা পোশাক সহজেই চলমান যন্ত্রাংশে আটকে যেতে পারে।
- সরানো, পরিষ্কার করা, সামঞ্জস্য করা, তেল লাগানো বা জ্যাম খুলে ফেলার আগে সরঞ্জামগুলো বন্ধ করুন।
- জরুরি বহির্গমন পথগুলি চিহ্নিত করুন। শ্রমিকদের জরুরি বহির্গমন পথগুলো কোথায় তা জানা উচিত ও সেগুলিতে যাওয়ার পথ পরিচ্ছন্ন ও বাধাহীন রাখা উচিত।
- নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো সম্পর্কে রিপোর্ট করুন।

পরিচ্ছন্নতা অনুশীলন করুন: কর্মীদের একটি পরিষ্কার এবং সুসংগঠিত কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ বজায় রাখা উচিত। সকলেরই এতে জড়িত হওয়া উচিত ও এই টিপসগুলো মনে রাখা উচিত। সমস্ত মেঝে পরিষ্কার ও শুকনো রাখলে পিছলে যাওয়া ও পড়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হবে। আগুনের ঝুঁকি দূর করুন। ঘরে বা কাজ করার স্থানে যাতে ধুলো না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

উপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করুন: কর্মীদের আঘাত ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে সঠিক সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। আপনার কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত পোশাক ও জুতা পরুন। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামের অবস্থান সম্পর্কে আগে থেকেই জেনে নিন এবং প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে প্রস্তুত থাকুন। এ বিষয়ের কিছু টিপস হলো:

- বস্তু পড়ে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি থাকলে শক্ত টুপি পরুন।
- বিষাক্ত পদার্থ বা ধারালো বস্তু ধরার সময় গ্লাভস ব্যবহার করুন।
- চোখের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সময় সুরক্ষামূলক চশমা পরুন।
- পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকলে সুরক্ষামূলক পোশাক ব্যবহার করুন।
- পিচ্ছিল জায়গায় বা ভারী জিনিস তোলার সময় পিছলে যাওয়া এড়াতে উপযুক্ত জুতা পরুন।
- ধূলা, ধোঁয়া বা ক্ষতিকর গ্যাস থেকে বাঁচতে মুখোশ ব্যবহার করুন।
- আপনার কাজের জন্য নির্ধারিত সব সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সঠিকভাবে ব্যবহার করুন।

৩.২৭ প্রতিবেদন

ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদারকে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার রেকর্ড রাখতে হবে ও সংশ্লিষ্ট সাইট ম্যানেজারের সাহায্যে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতি তিন মাস পর পর রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

অধ্যায় ৪

জেন্ডারভিত্তিক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

৪.১ ভূমিকা

"নিরাপত্তা সবার অধিকার, তবে সবার জন্য সমাধান একই নয়।"

যে কোনো কর্মক্ষেত্রে বা স্থলে যখন নারী ও পুরুষ যখন পাশাপাশি কাজ করে তখন বেশ কিছু নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি পুরুষদের চেয়ে নারীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি সবসময় সমান নয়। কাজের ধরন, শারীরিক গঠন, সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রজনন স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক নিয়মকানুন ইত্যাদি কারণে ঝুঁকির বিষয় ও মাত্রাও ভিন্ন হয়। তাই পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকায় জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যুক্ত করা দরকার যাতে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য ভিন্ন সক্ষমতার কর্মীদের জন্য সমানভাবে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা যায়।

৪.২ জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের শারীরিক গঠন, কাজের ধরন, সামাজিক ভূমিকা ও স্বাস্থ্যগত চাহিদা ভিন্ন। ফলে তাদের পেশাগত ঝুঁকিও একরকম নয়। নারীরা প্রজনন স্বাস্থ্য, সঠিক ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বা পিপিই এর অভাব, সুবিধাহীন কর্মপরিবেশ ও যৌন হয়রানির মতো বিশেষ ঝুঁকিতে পড়েন। অন্যদিকে পুরুষরা সাধারণত ভারী যন্ত্রপাতি, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চাপের কারণে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। তাই পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি সনাক্ত ও সমাধান করা অত্যন্ত জরুরি।

ঝুঁকি ধরন	নারীদের বিশেষ ঝুঁকি	পুরুষদের ঝুঁকি	ব্যাখ্যা
শারীরিক ঝুঁকি	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বা পিপিই (গ্লাভস, বুট, হেলমেট) অনেক সময় নারীদের জন্য বড় হয়, ফলে দুর্ঘটনা ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া ভারী বোঝা বহনে নারীরা শারীরিক সীমাবদ্ধতায় ভোগেন।	পুরুষরা সাধারণত ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, যেখানে কাটাছেঁড়া, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা বা উচ্চতা থেকে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।	নারী ও পুরুষের শারীরিক গঠন ভিন্ন হওয়ায় নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও কাজের দায়িত্বে ভিন্ন ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই জেন্ডার উপযোগী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বা পিপিই অপরিহার্য।
প্রজনন স্বাস্থ্য	গর্ভাবস্থা বা স্তন্যদানকালীন সময়ে রাসায়নিক, ধুলো, শব্দদূষণ, এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ করলে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সন্তানের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হয়।	এ ঝুঁকি সরাসরি প্রযোজ্য নয়। তবে পুরুষ শ্রমিকরাও দীর্ঘ সময় অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্ট্রেস-সম্পর্কিত অসুখে ভোগেন।	প্রজনন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংবেদনশীল। তাই গর্ভবতী নারীদের ঝুঁকিমুক্ত কাজ বরাদ্দ করা উচিত।
সুবিধার অভাব	কর্মক্ষেত্রে আলাদা টয়লেট, ওয়াশরুম বা বুকের দুধ খাওয়ানোর কক্ষ না থাকলে নারীরা মারাত্মক অস্বস্তি ও স্বাস্থ্যঝুঁকির শিকার হন।	পুরুষদের জন্য সাধারণ সুবিধা অনেক সময় যথেষ্ট হলেও অতিরিক্ত ভিড় বা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।	নারী-বান্ধব অবকাঠামো (Women-friendly facilities) কর্মক্ষেত্রে অপরিহার্য।
মানসিক চাপ	যৌন হয়রানি, মৌখিক মন্তব্য, বৈষম্য ও সামাজিক কলঙ্কের কারণে নারীরা মানসিক চাপে ভোগেন, যা কাজের উৎপাদনশীলতা কমায়।	পুরুষরা শারীরিক পরিশ্রম, কাজের চাপ ও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ভয় থেকে মানসিক চাপ অনুভব করেন।	মানসিক নিরাপত্তা শারীরিক নিরাপত্তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তাই যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতি ও মানসিক স্বাস্থ্য সাপোর্ট জরুরি।

টিপস:

- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বা পিপিই কেনার সময় নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা সাইজ নিশ্চিত করুন।
- গর্ভবতী নারীদের ঝুঁকিমুক্ত হালকা কাজ দিন।
- জেন্ডার-ভিত্তিক পৃথক শৌচাগার ও দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য বিশেষ কক্ষের ব্যবস্থা করুন।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কর্মস্থলে বা সাইটে অভিযোগ জানানোর যথাযথ ব্যবস্থা রাখুন ও তা পালন করুন।

৪.৩ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অপরিহার্য। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং নারী শ্রমিকরা নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পান। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা উপায় তুলে ধরা হলো:

উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বা পিপিই ব্যবহার: নারীদের জন্য সঠিক সাইজের গ্লাভস, বুট, হেলমেট ও এপ্রোন সরবরাহ করতে হবে। অনেক সময় বাজারে পাওয়া পিপিইগুলো পুরুষদের জন্য উপযোগী হয়, ফলে নারী শ্রমিকরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারে না ও ঝুঁকিতে থাকেন। পিপিই সরবরাহের সময় নারী-পুরুষ উভয়ের দেহের গঠন বিবেচনা করা জরুরি।

উদাহরণ: নারী শ্রমিকদের জন্য ছোট সাইজের বুট ও গ্লাভস আলাদাভাবে অর্ডার করা।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ: গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য বা ধুলোবালি থেকে দূরে রাখতে হবে। তাদের জন্য হালকা ও কম পরিশ্রমের কাজ নির্ধারণ করা উচিত। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এমন কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদাহরণ: গর্ভবতী নারীদের প্রশাসনিক বা সহায়ক কাজে স্থানান্তর করা।

সুবিধা বৃদ্ধি: নারী শ্রমিকদের জন্য আলাদা ও নিরাপদ টয়লেট, ওয়াশরুম এবং ল্যাক্টেশন রুম নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত আলো, পানির ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

উদাহরণ: সাইটে অস্থায়ী আলাদা টয়লেট বসানো এবং নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা।

জেন্ডার-সেনসিটিভ প্রশিক্ষণ: সকল কর্মীকে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নিরাপদ কাজের কৌশল ও রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রশিক্ষণে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় ভাষায় ও ব্যবহারিক উদাহরণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করলে কার্যকারিতা বাড়ে।

উদাহরণ: সাইটে প্রতি মাসে একবার এক ঘণ্টার জেন্ডার ও নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের বা আলোচনা সভার আয়োজন।

৪.৪ প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

জেন্ডারভিত্তিক পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে শুধু ব্যক্তিগত বা সাইট-স্তরের ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুস্পষ্ট নীতি, মনিটরিং ব্যবস্থা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা জরুরি। সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিকই সমানভাবে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ নীতি চালু ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, সহিংসতা বা বৈষম্য প্রতিরোধে লিখিত নীতি থাকতে হবে। এই নীতিতে অভিযোগ জানানোর গোপন ব্যবস্থা ও দ্রুত সমাধানের প্রক্রিয়া উল্লেখ থাকতে হবে।

নিরাপত্তা কমিটি গঠন: নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণে একটি পেশাগত ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা উচিত, যারা নিয়মিত সাইট পরিদর্শন, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধান করবে।

উদাহরণ: প্রতিটি প্রকল্প সাইটে অন্তত একজন নারী সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা।

মনিটরিং টুলস: জেন্ডারভিত্তিক ডেটা সংগ্রহ এবং দুর্ঘটনা, অসুস্থতা বা অভিযোগের তথ্য নারী ও পুরুষভিত্তিকভাবে সংগ্রহ করতে হবে, যাতে কারা বেশি ঝুঁকিতে আছে তা বোঝা যায়। মনিটরিং করার পর সেসব তথ্য মাসিক রিপোর্ট আকারে প্রদান বা প্রেরণ করতে হবে ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

উদাহরণ: একটি ফরম্যাট তৈরি করা যেখানে আলাদাভাবে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের দুর্ঘটনা, প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ এবং অভিযোগের সংখ্যা নথিভুক্ত থাকবে।

৩.৫ ঘটনার উদাহরণ

- একটি নির্মাণ সাইটে প্রায় ৩০ জন নারী ও পুরুষ শ্রমিক একসাথে কাজ করছিলেন। নারী শ্রমিকরা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন গ্লাভস, বুট ও এপ্রোন ব্যবহার করতে চাইছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো–সাইটে থাকা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামগুলো ছিল শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য উপযোগী সাইজের। ফলে নারী শ্রমিকরা সেগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন এবং ঝুঁকিতে পড়ছিলেন। অনেকের বুট বারবার খুলে যাচ্ছিল, গ্লাভস হাত থেকে সরে যাচ্ছিল, যা দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়াচ্ছিল।

- এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সাইট ম্যানেজার নারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত সাইজের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম আলাদাভাবে অর্ডার করেন। নতুন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামগুলো পাওয়ার পর নারী শ্রমিকরা যেন স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে কাজ করতে সক্ষম হন সেদিকটা দেখার ফলে শুধু দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমেনি, বরং নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে।
- এই অভিজ্ঞতা থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ শিখেছে যে, জেন্ডারভিত্তিক চাহিদা বিবেচনায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হলে কর্মক্ষেত্রে সবার জন্য নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি হয়।
- শিক্ষণীয় বিষয়: ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম কেনার সময় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আলাদা সাইজ নিশ্চিত করা একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি–দুটিতেই অবদান রাখে।

৩.৬ উপসংহার

জেন্ডার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি মানে শুধুমাত্র নারীদের জন্য আলাদা সুবিধা দেওয়া নয়। বরং নারী-পুরুষ, তরুণ-প্রবীণ, সক্ষম-প্রতিবন্ধী-সবার ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও ঝুঁকিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সে অনুযায়ী সমান নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা। কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা যেমন প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌন হয়রানি বা উপযোগী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবজনিত বিশেষ ঝুঁকিতে পড়েন, তেমনি পুরুষ শ্রমিকরা ভারী যন্ত্রপাতি, উচ্চ শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চাপের ঝুঁকিতে থাকেন। তাই উভয়ের প্রয়োজন মেনে একটি সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে যদি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নীতি, অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণে জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করে, তবে কর্মক্ষেত্র শুধু নিরাপদই হবে না, বরং হবে আরও কল্যাণকর, উৎপাদনশীল, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই।

অধ্যায় ৫

OSH-এর জন্য শ্রমিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM)

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) ব্যবস্থা ও শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (LMP) প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এবং এ বিষয়ে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চাসমূহ (যেমন, বিশ্বব্যাংক এবং ILO মানদণ্ড), বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর মতো জাতীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে যা পার্টনারের সমস্ত নির্মাণ এবং প্রকল্প সাইটে বাধ্যতামূলক শ্রমিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করা হবে।

৫.১ উদ্দেশ্য

শ্রমিকদের জিআরএম হল একটি আনুষ্ঠানিক, স্বচ্ছ ও অ্যাক্সেসযোগ্য ব্যবস্থা যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কিত কর্মীদের অভিযোগ গ্রহণ, মূল্যায়ন ও সমাধান করে-

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
- কর্মপরিবেশ
- শ্রম অধিকার
- যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতনসহ কর্মক্ষেত্রে অসদাচরণ।

নির্মাণস্থলের কর্মীদের জন্য একাধিক অভিযোগ গ্রহণ চ্যানেলসহ (সাইট বক্স, ফোন/এসএমএস, সুপারভাইজার, ওএসএইচ ফোকাল, জেন্ডার ফোকাল/ব্যক্তি) একটি বাধ্যতামূলক জিআরএম প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে গোপনীয়তা, প্রতিশোধ না নেওয়ার বিধান, সমাধানের নির্ধারিত সময়সীমা, SEA/SH সারভাইভার-কেন্দ্রিক রেফারেল (অন্তত একটি প্লেসহোল্ডার প্রোটোকল), এবং মাসিক ওএসএইচ লগের মাধ্যমে রিপোর্টিং থাকবে।

প্রযোজ্যতা: এই জিআরএম সরাসরি কর্মী, চুক্তিবদ্ধ কর্মী এবং উপ-ঠিকাদার কর্মী সহ সমস্ত প্রকল্প কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৫.২ মূল নীতি

- **অ্যাক্সেসযোগ্যতা:** নারী, অভিবাসী এবং স্বল্প-শিক্ষিত কর্মী সহ সকল শ্রমিকের জন্য GRM সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হবে। মৌখিক এবং লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হবে।
- **গোপনীয়তা এবং প্রতিশোধ না নেওয়া:** কর্মীরা গোপনে এবং বেনামে অভিযোগ জমা দিতে পারবেন। অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ, হুমকি, ভয় দেখানো বা হয়রানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- **নাম প্রকাশ না করা:** বেনামে অভিযোগ সমান অগ্রাধিকারের সাথে গ্রহণ এবং প্রক্রিয়া করা হবে।
- **জেন্ডার সংবেদনশীলতা:** GRM মহিলা কর্মীদের জন্য নিরাপদ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হবে, যার মধ্যে রয়েছে-মহিলা ফোকাল পয়েন্টে রিপোর্ট করার বিকল্প, ব্যক্তিগত ও নিরাপদ রিপোর্টিংয়ের সুযোগ। স্থানীয় ভাষা এবং ছবির আকারে GRM এর তথ্য প্রদর্শিত হবে। রিপোর্টিংয়ের সময় হবে নমনীয়।
- **ন্যায্যতা এবং সময়োপযোগীতা:** অভিযোগসমূহ বস্তুনিষ্ঠভাবে ও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাধান করা হবে।

৫.৩ অভিযোগের জন্য বাধ্যতামূলক গ্রহণ চ্যানেল

কর্মীদের জিআরএম-এর অভিযোগ গ্রহণের জন্য একাধিক চ্যানেল থাকবে, যার মধ্যে কমপক্ষে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

- সাইট অভিযোগ/পরামর্শ বাক্স
- ফোন/এসএমএস বা হটলাইন
- তাৎক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ক বা ফোরপারসন
- OSH ফোকাল পয়েন্ট/পরিবেশগত-সামাজিক ফোকাল পয়েন্ট
- জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট (SEA/SH ও সংবেদনশীল অভিযোগের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে নারী জেন্ডার ফোকাল)

শ্রমিকরা কোনও বাধা ছাড়াই যেকোনো চ্যানেল ব্যবহার করতে পারবেন। অভিযোগ মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। কোনও কর্মীকে কেবল একটি নির্দিষ্ট চ্যানেল ব্যবহার করতে হবে না।

৫.৪ গোপনীয়তা এবং প্রতিশোধ না নেওয়া

কর্মীরা বেনামে অভিযোগ জমা দিতে পারবেন। সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। তথ্য কেবল কঠোরভাবে জানার প্রয়োজনের ভিত্তিতে ভাগ করা হবে।

প্রতিশোধের বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা নীতি প্রযোজ্য হবে। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে যেকোনো প্রতিশোধের ফলে আচরণবিধি এবং শ্রম বিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫.৫ SEA/SH সারভাইভার-সেন্টারড রেফারেল (প্লেসহোল্ডার প্রোটোকল)

প্রকল্পটি কর্মীদের GRM মামলার জন্য একটি SEA/SH সারভাইভার-সেন্টারড রেফারেল প্রোটোকল স্থাপন করবে, যা সারভাইভারের নিরাপত্তা, মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং অবহিত পছন্দকে অগ্রাধিকার দেবে। কমপক্ষে, প্রোটোকলটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

- একটি মনোনীত জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট
- পরিষেবা প্রদানকারীদের একটি তালিকা (স্বাস্থ্য, মনোসামাজিক, আইনি)
- নিরাপদ এবং গোপনীয় রেফারেলের জন্য পদ্ধতি
- নিশ্চিত করা যে সারভাইভারদের অভিযুক্ত অপরাধীর মুখোমুখি হতে হবে না
- শুধুমাত্র কোডেড, অ-শনাক্তযোগ্য তথ্য রেকর্ড করা।

এই প্রোটোকলটি একটি স্বতন্ত্র SEA/SH প্রতিক্রিয়া নির্দেশিকা বা সংযুক্তিতে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে।

প্রোটোকল প্লেসহোল্ডার

SEA/SH অভিযোগসমূহ স্ট্যান্ডার্ড GRC তদন্ত পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে না। শুধুমাত্র কোডেড, অ-শনাক্তযোগ্য তথ্য রেকর্ড করা হবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলো আচরণবিধি ও শ্রম আইন অনুসরণ করা হবে।

৫.৬ পদ্ধতি, কাঠামো এবং সমাধানের সময়সীমা

GRC গঠন

সাইট বা প্রকল্প পর্যায়ে একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (GRC) প্রতিষ্ঠা করা হবে যে কমিটিতে-

- কমপক্ষে একজন মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে
- সদস্যদের OSH, শ্রম অধিকার এবং সারভাইভার-সেন্টারডদের প্রতি সাড়া প্রদান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে
- স্বার্থের দ্বন্দ্ব (যেমন, অভিযুক্ত অপরাধী) সহ যে কোনও সদস্যকে বাদ দেওয়া হবে

সমাধানের ধাপ

- ধাপ ১: সাইট/GRC পর্যায়ে ৭ দিনের মধ্যে সমাধান
- ধাপ ২: যদি সমাধান না হয়, তাহলে ১৪ দিনের মধ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (পিসি/এপিডি) এর কাছে আবেদন করা হবে
- ধাপ ৩ (আপিল): যদি এখনও সমাধান না হয়, তাহলে কর্মী উচ্চতর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বা প্রাসঙ্গিক শ্রম কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন

ডকুমেন্টেশন

সকল অভিযোগ একটি রেজিস্টার/লগবুকে লিপিবদ্ধ করতে হবে যেখানে উল্লেখ থাকবে-

- তারিখ
- অভিযোগের প্রকৃতি
- যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে
- অবস্থা (সমাধান/অমীমাংসিত)

৫.৭ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা

- সকল কর্মীকে অন্তর্ভুক্তির সময় GRM এবং SEA/SH তথ্য প্রদান করা হবে।
- সুপারভাইজার এবং GRC সদস্যদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- পর্যায়ক্রমিক রিফ্রেশার সেশন পরিচালনা করা হবে।

৫.৮ মাসিক OSH লগবুকে রিপোর্টিং

- রেকর্ড ট্র্যাকিং: সমস্ত অভিযোগের তথ্য ব্যবস্থা এবং সমাধানের অবস্থা সহ লগ করা হবে
- সেক্স-সেগ্রিগেটেড তথ্য বজায় রাখা হবে
- SEA/SH কেসগুলি শুধুমাত্র সামগ্রিক আকারে রিপোর্ট করা হবে
- মাসিক পর্যালোচনা সামাজিক/OSH বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হবে
- PIU/PMU/PCU এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদনে অভিযোগের অবস্থা রিপোর্ট করবে।

অধ্যায় ৬

পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন

নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মক্ষমতা পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য পদ্ধতি বা উপায় নির্ধারণ, পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে কর্মক্ষমতা বা পারফর্ম্যান্স পরিমাপ করা ও প্রয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রযোজ্য অংশীজন বা ব্যক্তির কাছে প্রতিবেদন প্রকাশ করা। এই প্রক্রিয়াটি সবল ও দুর্বল দিকগুলো সনাক্ত করতে সহায়তা করে, যা পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতির পথকে সুগম করে।

৫.১ উদ্দেশ্য

- **ধারাবাহিক উন্নয়ন:** পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সামগ্রিকভাবে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যা ধারাবাহিক উন্নতি এবং সমন্বয় সাধনের সুযোগ করে দেয়া।
- **প্রতিপালন:** নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে পার্টনারের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা প্রতিপালনকে নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা।
- **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করে মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ। এর দ্বারা যে কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা, আঘাত ইত্যাদি প্রতিরোধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
- **জবাবদিহিতা:** পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদনের জন্য স্পষ্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন পার্টনারের সকল সংস্থার সকল স্তরে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৫.২ উপাদান

- **কর্মক্ষমতা সূচক:** পার্টনারের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সংস্থাকে তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক ও পরিমাপযোগ্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য মূল কর্মক্ষমতা সূচকগুলো (KPI) নির্বাচন বা নির্ধারণ করতে হবে। কচও নির্বাচন করার পর একটি চেকলিস্ট প্রস্তুতপূর্বক পরিবীক্ষণ কাজের সময় তা ব্যবহার করুন।
- **তথ্য ও ডাটা:** পরিদর্শন, নিরীক্ষা, ঘটনার প্রতিবেদন ও কর্মীদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিরূপণ ও তা কাজে লাগান। পর্যবেক্ষণ স্থান থেকে তথ্য ও এ সম্পর্কিত তথ্য, নথি, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি সংগ্রহ করুন।
- **তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:** প্রবণতা, ধরণ ও উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলো সনাক্ত করার জন্য সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি ঠিক করুন।
- **সংশোধনমূলক পদক্ষেপ:** পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করুন। প্রতিটি মনিটরিং বা পরিবীক্ষণের পরপরই প্রয়োজনমতো সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।
- **যোগাযোগ:** নিশ্চিত করুন যে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলাফলসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের কাছে কার্যকরভাবে অবহিত করা হচ্ছে।

৫.৩ পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং

পরিবীক্ষণের মধ্যে রয়েছে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পারফর্ম্যান্স বা কর্মক্ষমতার বিভিন্ন দিক, যেমন বিপদ সনাক্তকরণ, ঘটনা রিপোর্টিং ও নিরাপত্তা নির্দেশনাসমূহ মেনে চলার ওপর সক্রিয়ভাবে ট্র্যাকিং বা নজরদারি এবং সেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। সংশ্লিষ্ট সাইট মনিটরিং কর্মকর্তা বা কর্মীরা এটি করার জন্য মূল মনিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, তবে শীর্ষ ব্যবস্থাপনাও কর্মকর্তারাও পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মক্ষমতা যাচাই করতে পারবেন।

মনিটরিং প্রক্রিয়া

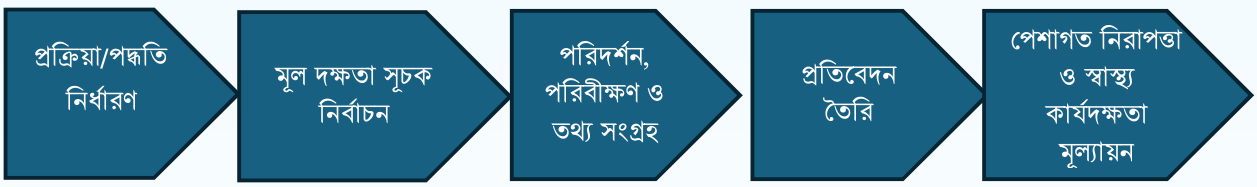

চিত্র ৭. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

পরিদর্শনের পরিকল্পনা করুন, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মক্ষমতার কোন দিকগুলো পরিবীক্ষণ করা হবে ও পরিবীক্ষণ কেন করা হবে তথা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য কী তার স্পষ্টভাবে রূপরেখা দিন।

- উপযুক্ত কর্মক্ষমতা সূচক নির্বাচন করুন (সংযোজনী ২)।
- পরিদর্শনের সময় পেশাগত অসুস্থতা, আঘাত ও বিপদের সংস্পর্শে আসা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণসহ কর্মীদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ওপর মনোযোগ দিন।
- কর্মক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিপদ ও বিপজ্জনক বস্তুর সংস্পর্শে আসা/এক্সপোজার, যেমন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, শব্দের মাত্রা ইত্যাদি ঝুঁকির বিষয়গুলো পরিবীক্ষণের সময় সঠিকভাবে যাচাই/ পরীক্ষা করুন।
- বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন, যার মধ্যে থাকতে পারে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনার প্রতিবেদন বা কেস স্টাডি, পরিদর্শন প্রতিবেদন, নিরীক্ষা, কর্মীদের প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য ইত্যাদি।
- প্রয়োজনে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিন।
- এ ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাতে সক্রিয় ও কার্যকর থাকে তা নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে সম্পূর্ণ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনার চর্চা বহাল রাখুন।

উদাহরণ

- **পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা:** নিরাপত্তা পদ্ধতির সাথে প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহের মূল্যায়ন ও সম্ভাব্য বিপদ/ বিপত্তি সনাক্ত করার জন্য নিয়মিতভাবে কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা।
- **ঘটনা রিপোর্টিং:** কর্মীদের ঘটনা, কাছাকাছি দুর্ঘটনা ও বিপদ সম্পর্কে রিপোর্ট করতে উৎসাহিত করা।
- **স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ:** চিকিৎসা সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের নজরদারি ও এক্সপোজার মূল্যায়নের মাধ্যমে কর্মীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ।
- **সরঞ্জাম পর্যবেক্ষণ:** নিরাপত্তা সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা।
- **প্রশিক্ষণ কার্যকারিতা:** পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন।

৫.৪ মূল্যায়ন

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার জন্য সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড, আইনি প্রয়োজনীয়তা, অথবা প্রোগ্রামের সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে কর্মক্ষমতা তুলনা করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে:

- **পরিদর্শন:** ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও সংশোধন করার জন্য নিয়মিত কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন পরিচালনা করা।
- **নিরীক্ষা:** সম্মতি মূল্যায়ন ও উন্নতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষা সম্পাদন করা।
- **ঘটনা প্রতিবেদন এবং তদন্ত:** দুর্ঘটনা ও তদন্তের জন্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।
- **উন্নতির জন্য পদক্ষেপ:** পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মক্ষমতার ক্রমাগত উন্নয়নের জন্য মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সংশোধনমূলক ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫.৫ প্রতিবেদন

মনিটরিং তথ্য কীভাবে প্রতিবেদন করা হবে ও কাদের জন্য প্রতিবেদন কাজে লাগবে তা নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ সঠিক সময়ে নথিভুক্ত করা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে, যার মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর্মচারি, শ্রমিক বা কর্মী এমনকি বহিরাগত অংশীজনরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাদেরকে জানানো। সাইট মনিটর সংস্থার শীর্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পার্টনারের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারীর কাছে একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জমা দেবেন (সংযোজনী ২)।

সংযোজনী ১

প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর অষ্টম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৭৬, ধারা ৮৯(১) এর বিধান অনুসারে পার্টনারের কর্মী কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিটি এপিসিইউ দপ্তরে ও কর্মস্থলে একটি করে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বাক্স বা আলমারি থাকতে হবে এবং তা সুস্পষ্টভাবে রেড ক্রিসেন্ট চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত হতে হবে। এ বাক্সে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি থাকবে-

১। ছোট জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ-৬টি

২। জীবাণুমুক্ত তুলা (প্রতিটি ০.৫ আউন্স)-৩টি প্যাকেট

৩। মাঝারি আকৃতির জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ-৩টি

৪। বড় আকৃতির জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ-৩টি

৫। বড় আকৃতির জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ (পুড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে)-৩টি

৬। হিবিসল/ হেক্সাসল (১ আউন্স)-১ বোতল

৭। রেকটিফাইড স্পিরিট (১ আউন্স)-১ বোতল

৮। কাঁচি-১ জোড়া

৯। প্রাথমিক চিকিৎসার প্রচারপত্র-১ কপি

১০। বেদনানাশক ও অ্যান্টাসিড জাতীয় বড়ি, পোড়ায় ব্যবহারের মলম, চোখের মলম, অ্যান্টিসেপটিক দ্রবণ-পরিমাণ মতো

১১। খাবার স্যালাইন-৩ প্যাকেট

প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম রাখার বাক্সে বা আলমারিতে অন্য কোনো সরঞ্জাম (রক্তচাপ মাপার যন্ত্র/ডায়াবেটিস বা সুগার মাপার রেডি কিট, হট ওয়াটার ব্যাগ ইত্যাদি) যোগ করার জন্য প্রয়োজন বোধ করলে সেগুলোও কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রাখা যাবে। এসব সামগ্রী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি ৩ মাস পর পর পরীক্ষা করবেন। কোনো উপকরণের মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের অন্তত ১ মাস আগে তা পরিবর্তন করবেন।

সংযোজনী ২

কর্মস্থল-নির্দিষ্ট পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত বিষয় মনিটরিং চেকলিস্ট

সংস্থা:

সাইট বা অবস্থান:

প্রতিবেদনের সময়কাল:

ক্র. নং	পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) প্রতিপালন কার্যাবলী	বাস্তব অবস্থা		সংশোধনের সুপারিশ/ মন্তব্য
		আছে	নেই	
১	রেকর্ড রাখার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ/ প্রয়োজনীয়তা			
২	সাইট লেআউট (স্টকইয়ার্ড, অস্থায়ী বর্জ্য বিন, লেবার শেড, টয়লেট ইত্যাদি প্রদর্শিত)			
৩	ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা			
৪	সাইটে E&S ডকুমেন্ট সহজলভ্য রাখা (ESMP, Tools, ESIA checklist etc.)			
৫	সাইটে ঠিকাদারের মূল কর্মী/ কর্মীদের অবস্থান			
৬	ইএন্ডএস ব্যবস্থাপনার জন্য পরামর্শক বা কনসালটেন্ট			
৭	সাধারণ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিধান প্রতিপালন			
৮	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা (যেমন- গ্লাভস, এপ্রোন, সুরক্ষা চশমা, গগলস, হার্ড টুপি বা হেলমেট ইত্যাদি)			
৯	অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা (অ্যালার্ম, হাইড্রেন্ট, অগ্নি সুরক্ষা/ নির্বাপন যন্ত্র ও নির্দেশিকা)			
১০	দুর্ঘটনা রোধে সাইনবোর্ড, সংকেত ও ব্যারিকেড			
১১	সঠিকভাবে উপকরণ ব্যবস্থাপনা (চালনা, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও নিষ্পত্তি)			
১২	বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ব্যবহার, সতর্কতা ও সংরক্ষণ			
১৩	ঝালাই ও কাটার পদ্ধতি			
১৪	বৈদ্যুতিক তারের অবস্থা			
১৫	বেশি উচ্চতার জন্য পতনের সুরক্ষা			
১৬	উত্তোলন ও লিফট ব্যবহার			
১৭	মোটরযান ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম অপারেশনাল নিরাপত্তা			
১৮	কংক্রিট এবং রাজমিস্ত্রির নির্মাণ কাজের সুরক্ষা			
১৯	ইস্পাত সামগ্রী কাজে সতর্কতা			
২০	স্থাপনা বা বিপজ্জনক দ্রব্য ধ্বংস করার পদ্ধতি			
২১	সিঁড়ি ও মই ব্যবহারে নিরাপত্তা			
২২	বিষাক্ত ও বিপজ্জনক রাসায়নিকের সংস্পর্শ ও পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি			
২৩	নিয়োগকর্তার দ্বারা জনসাধারণের জন্য এবং দৃশ্যমান স্থানে নিরাপত্তা নির্দেশিকা পোস্ট করা বা লাগানো			
২৪	নিরাপত্তা পারমিট, পেশাগত আঘাত, কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা			
২৫	নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে কর্মীদের অংশগ্রহণ			
২৬	চিকিৎসা পরিষেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসার প্রাপ্যতা, নৈকট্য এবং সাড়াপ্রদান			
২৭	ওয়াকওয়ে ক্লিয়ারেন্স, ভূপৃষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, উচ্চতা পরিমাপ ইত্যাদি			
২৮	পতন সুরক্ষা সরঞ্জাম			
২৯	পা সুরক্ষা সরঞ্জাম			
৩০	পতন/ পড়া থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রাপ্যতা			
৩১	ভারা/ মাচার নকশা এবং স্থাপন			
৩২	ভারার মান/ স্ট্যান্ডার্ড			
৩৩	সাধারণ কর্ম পরিবেশ - স্যানিটেশন, ধ্বংসাবশেষ প্রশমন, বিপদ অপসারণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শব্দ ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল - পরিষ্কার এবং পরিষেবাযোগ্য বাথরুম সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা			
৩৪	অন্যান্য (যদি থাকে)			

[APCU রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজন অনুসারে সারি/রো যোগ বা অপসারণ করতে পারেন]

Occupational Safety and Health guidelines(OSH)

Safety first then work

Rules to follow Don't be shy

Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER)

Department of Agricultural Extension (DAE), Ministry of Agriculture
Khamarbari, Dhaka, Bangladesh

Prepared by
Mrityunjoy Roy,
Environment and Social Safeguard Specialist,
PCU, PARTNER, Khamarbari, Dhaka
Dr. Nasiba Aktar
Gender Specialist
PCU, PARTNER, Khamarbari, Dhaka

Review and Editing
Dr. Gour Gobinda Das
Additional Program Director
APCU-DAE-PARTNER,
Kahamarbari, Dhaka

Approved by
Abul Kalam Azad
Program Coordinator
PCU, PARTNER, Khamarbari, Dhaka

Date of Approval
25 August 2025

Date of publication
March 2026

Printed by
Heera Ad
126 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
Mobile: 01707 528307

Prepared, approved, published and disseminated by the Program on Agricultural Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER), under the Ministry of Agriculture. © PARTNER

Contents

Chapter 1. Introduction 9

1.1 Scope
1.2 Purpose
1.3 Applicability
1.4 How to use the Guidelines
1.5 Definitions of Terms
1.6 Key elements of OSH guidelines
1.7 OSH laws and regulations
1.8 Enforcement of Occupational Safety and Health (OSH) compliance
1.9 OSH requirements embeded in contracts/bidding document
1.10 General safety rules

Chapter 2. Safety and Health responsibility on site 14

2.1 Detailed responsibilities
2.2 Key aspects of OSH implementation
2.3 Due diligence

Chapter 3. Risk control and Management 15

3.1 Administrative requirements for record-keeping
3.2 E&S documents available at site
3.3 Site layout
3.4 Site Safety Plan
3.5 General safety and health provisions
3.6 Training of personnel and workers
3.7 Use of Personal Protective Equipment (PPE)
3.8 Concrete and masonry construction requirements
3.9 Steel erection
3.10 Demolition operations
3.11 Medical services and first aid
3.12 Scaffolding design and erection
3.13 Hazard identification and risk control of risks
3.14 Working at a height
3.15 Electrical works
3.16 Hazardous chemicals and substances
3.17 Welding and hot works
3.18 Guide to safety signs and symbols in the workplace or site
3.19 OSH Executing sectors
3.20 Community and health safety plan
3.21 Materials handling and storage
3.22 Restrictions on children and person under the age of 18
3.23 Common workplace hazards
3.24 Tasks of OSH practioner

3.25 Raising awareness on OSH
3.26 Occupational safety and health tips
3.27 Reporting

Chapter 4. Gender-based occupational safety and health **27**
4.1 Introduction
4.2 Gender-Differentiated Risks
4.3 Preventive Measures
4.4 Institutional Measures
4.5 Case Example
4.6 Conclusion

Chapter 5. Worker Grievance Redress Mechanism (GRM) for OSH **29**
5.1 Purpose
5.2 Core Principles
5.3 Mandatory Uptake Channels for Complaints
5.4 Confidentiality and non-retaliation
5.5 SEA/SH Survivor-Centered Referral
5.6 Procedure, Structure, and Resolution Timeline
5.7 Capacity Building and Awareness
5.8 Reporting in Monthly OSH Logs

Chapter 6. Monitoring, evaluation and reporting **31**
6.1 Purpose
6.2 Elements
6.3 Monitoring
6.4 Evaluation
6.5 Reporting

Annexe 1: First aid box materials **33**
Annexe 2: Site Specific Occupational Safety and Health (OSH) compliance monitoring checklist **34**

Preface

The different implementing agencies of the Program on Agricultural Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNERS) under the Ministry of Agriculture are implementing various activities. Among these activities, construction work is important. During construction or building work, there are various types of risks and health problems arise. As a result, various types of unwanted damage, accidents and hazards arise. It is not uncommon for someone to even die in extreme situations. This results in loss of life and reduced productivity.

It is our duty to protect workers against occupational illnesses, diseases, and injuries during work, and that is also a historic mandate of the International Labor Organization. The government, development partners, the World Bank and IFAD, and partners do not support neglecting the safety and health of workers. We all want to establish a safe and healthy working environment.

For this purpose, the partner has formulated 'Occupational Safety and Health guidelines'. This guide contains clear guidelines for compliance with the rules and regulations for its use, responsibilities, occupational safety and health protection risk control, management, monitoring, reporting, etc. Following this will establish a safe and humane workplace for every male and female worker in every workplace. We do not want any worker to have any accident, be exposed to any danger or hazard while coming to work. That is why this guideline has been formulated in accordance with national and international rules and regulations. I hope that all those implementing it will read it well, understand it and follow the guidelines. Always remember - safety first, work later.

I am pleased to lead, direct and approve the development of this guide. I would like to express my sincere gratitude to all those who contributed to its development and editing, including environmental and social safeguard experts. Hopefully, through this guide, organizations will be able to address their occupational safety and health challenges, ensure a sustainable safe and healthy environment in every workplace, and develop a culture. I hope you will benefit. We will all benefit from using this as a tool.

Abul Kalam Azad
Program Coordinator
PCU, PARTNER

Abbreviations	Definitions
OSH	Occupational Safety and Health
PARTNER	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition Enterpreuneurship and Resilance in Bangladesh
GBV	Gender Based Violence
PPE	Personal Protective Equipment
ILO	International Labor Organization
GOB	Government of Bangladesh

Disclaimer

This Occupational Safety and Health (OSH) Guide is a product of the Program on Agricultural Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (Partner) under the Ministry of Agriculture. All the implementing agencies of PARTNER will use this guidelines for occupational safety and health protection measures during the working hours of the employees engaged in the construction work, which are mandatory for all concerned to follow. If someone does not follow it and any hazard or accident occurs at any workplace due to it, the partner authority will not be responsible for it. It is important to remember that safety comes first, work comes second.

Chapter 1

Introduction

Occupational Safety and Health (OSH) in the workplace is an issue faced all around the world. According to ILO estimates, throughout the world there are over 300 million work accidents, about 160 million work disease cases every year, and some 2.3 million persons die from work related accidents and diseases. Therefore, OSH is an effective tool required to increase workers' overall quality of life and safety.

Occupational safety and health (OSH) guidelines encompass a broad range of practices and procedures designed to protect workers from workplace hazards and promote their well-being. These guidelines address various aspects, including hazard identification and control, personal protective equipment (PPE), safe work practices, emergency preparedness, and employee training.

This guidelines for contractors and workers focus on creating a safe working environment and preventing accidents, injuries, and ill-health. These guidelines emphasize the importance of risk assessment, control and management at the construction or work sites. Proper training, sensitization and clear communication of the concerns is an important compliance for execution of OSH guideline.

1.1 Scope

This document is intended for use by the PARTNER program members to provide recommendations on how to plan and safely execute contracted constraction and renovation works. It is not intended to cover goods and service works.

1.2 Purpose

The purpose of the OSH guideline is to provide all projects under PARTNER with basic principles for working safely on construction sites and for ways for contractors and site managers to manage the safety and health on site. Information in this Guideline deals with the hazards in situations, which potentially produce the highest level of risk, and offers appropriate safety measures to control hazards and minimize risk. More specifically, the objectives are –

- To provide a legal basis of OSH promotion in construction sector
- To fill a knowledge gap on site safety issues
- To provide handy reference of best practices for frontline management teams

1.3 Applicability

The OSH Guideline will be applicable to all programmes/projects that fall under the jurisdiction of PARTNER, which includes construction and agriculture field work.

1.4 How to use the Guidelines

This Guideline is a practical guide specifically prepared for use by all construction works under PARTNER programme of the Ministry of Agriculture, to manage the critical areas of ccupational safety and health (OSH) on site, such as:

- The duties of responsible persons
- Pre-work planning
- Controlling risks associated with safety and health issues.
- In case of emergencies protocols, accidents reporting and recording is required.

This Guideline provides a framework for frontline management teams to tackle different aspects of site safety. Contractor or Sub-contractor is the primary user of the guideline who should apply to his workers. A contract authority or site manager should ensure that suitable training and instructions are in place to ensure that.

1.5 Definitions of Terms

Accident/Incident: For the purposes of this guide the words accident and incident are synonymous. Any time accident is used in the text it also includes incident and vice versa. An accident is an unplanned event, which has caused (or could have caused) loss in the form of injury, illness, environmental or property damage, or business interruption.

and prioritising decisions in order to reduce risks to a tolerable level.

Contract work: This is any service performed by a contractor under the terms of an order placed by PARTNER or agency, specifying that, for a lump sum, a daily fee or according to price lists, clearly defined work must be performed by the personnel belonging to the contractor and under the authority.

Contractor: Is an outside undertaking or person, called upon by a programme or agency to perform a construction work or task in the installation in the form of contract work.

Construction: It means all construction work that PARTNER undertakes or arranges to undertake the planning of infrastructures.

Guidelines: means the present Occupational Safety and Health Guidelines.

Hazard: A potential source of harm. It means a situation which may have the potential to cause harm including human injury, damage to property, plant or equipment, damage to the environment, or economic loss.

OSH: Abbreviation of Occupational safety and health or Occupational safety and health. Occupational safety and health (OSH) is a multidisciplinary field concerned with the safety, health and welfare of people at work (i.e., while performing duties required by one's occupation).

Risk assessment: A structured and systematic procedure for identifying hazards, evaluating risks The chance or probability of exposure to a hazard, combined with the consequences of such exposure

Safety: Freedom from unacceptable risk of harm.

Sub-contractor: Where the contractor, who has signed a contract with the agency, in its turn signs a contract with another contractor, it becomes a secondary contractor, i.e. a sub-contractor.

Work area (or site): Means the geographic locations on, under, in, at or through which the work or a part of it is to be performed.

Work: Means all works and services required to be performed by contractor to fully comply with its contract.

1.6 Key elements of OSH guidelines

- **Hazard prevention and control:** Identifying potential hazards in the workplace and implementing measures to eliminate or minimize risks. This includes conducting risk assessments, implementing control measures (e.g., engineering controls, administrative controls, PPE), and regularly reviewing and updating these controls.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** Providing and ensuring the proper use of appropriate PPE, such as gloves, safety glasses, respirators, and fall protection, when hazards cannot be eliminated or controlled by other means.
- **Safe work practices:** Establishing and enforcing safe work procedures for all tasks, ensuring that employees are properly trained on these procedures, and encouraging open communication about safety concerns.
- **Emergency preparedness:** Developing and implementing emergency plans, including evacuation procedures, first aid protocols, and communication systems, to effectively respond to workplace emergencies.
- **Training and education:** Providing comprehensive training on hazard identification, safe work practices, emergency procedures, and the proper use of PPE.

- **Ergonomics:** Implementing ergonomic principles to minimize the risk of musculoskeletal disorders, such as back injuries and repetitive strain injuries, by optimizing workstations, tools, and work processes.
- **Maintaining a clean and tidy workspace:** Ensuring a clean and organized work environment to minimize the risk of slips, trips, and falls, as well as preventing the spread of contaminants.
- **Reporting accidents and unsafe conditions:** Establishing clear procedures for reporting accidents, injuries, and near misses, as well as unsafe conditions, to facilitate prompt investigation and corrective action.
- **Consultation and communication:** Encouraging open communication and consultation between employers and employees on health and safety matters, fostering a culture of safety and shared responsibility.
- **Compliance with regulations:** Ensuring compliance with all applicable Occupational safety and health regulations and standards, such as those established by GOB and World Bank.

By implementing and adhering to these OSH guidelines, organizations can create a safer and healthier work environment, protect their employees, and minimize the risk of workplace accidents and illnesses.

1.7 OSH laws and regulations

1.7.1 Constitution of Bangladesh

The Constitution of Bangladesh, as the highest law of the country has enunciated

(i) socialism and freedom from exploitation (Article 10),
(ii) emancipation of peasants and workers (Article 14),
(iii) public health and morality (Article 18),
(iv) equality of opportunity (Article 19) and
(v) work as a right and duty and a matter of honour (Article 20), as Fundamental principle of State policy. The State policy clearly mentions that everyone shall be paid for his work based on the principle "from each according to his abilities, to each according to his work".

1.7.2 Occupational Safety and Health Policy-2013

In the context of global, ethical and legal obligations to ensure a safe and healthy working environment for all, the National Policy on Occupational safety and health was formulated and adopted on 5th November 2013, with the understanding that the implementation of such a National Policy ensures the safety and health of workers. The Policy applies to all workplaces in Bangladesh. The ultimate goal of the Policy is the nationwide understanding and acceptance of OSH for all women and men who are working in Bangladesh. A robust national OSH framework can significantly help to reduce the number of accidents, deaths, injuries and occupation-related diseases.

1.7.3 National Profile on Occupational Safety and Health in Bangladesh

The National OSH Profile 2019 makes an attempt to summarize all the OSH related policies and laws in the country for the purpose of better understanding of OSH compliance mechanism in the country. The Profile is expected to act as basis to analyze current OSH status in the country and develop a national plan of action for better management of OSH in Bangladesh. Summary of OSH provisions are:

(i) Workplace safety: ensuring maximum safety standards during construction works.
(ii) Risk identification and awareness: Employer's must identify all OSH risks and orientate all workers on such risks and the potential causes of accidents.
(iii) Impose Mandatory terms and conditions upon construction firm or contractor to follow OSH policies during government run construction works.
(iv) Accident prevention: ensuring workplace safety and health protection.
(v) Workplace environment and prevention of hazards: The working environment of a site should maintain a comfotable working area, gender-segregated toilets and wash rooms, dustbins, adequate ventilation, lighting, temperature etc. at working sites.

(vi) Disease prevention and safeguards: identifying the risk of health and safety, ensuring sufficient protective measures are in place.

1.7.4 World Bank ES standards

Two ES standards of the World Bank focuses on labor and working conditions (ESS 2) and Community health and safety (ESS 4).

1.7.5 ILO Guidelines on OSH

The ILO published ILO-OSH 2001 on Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems to assist organizations with introducing OSH management systems. These guidelines encouraged continual improvement in employee health and safety, achieved via a constant process of policy; organization; planning and implementation; evaluation; and action for improvement, all supported by constant auditing to determine the success of OSH actions

1.8 Enforcement of Occupational Safety and Health (OSH) compliance

Enforcement of Occupational Safety and Health (OSH) compliance on construction sites is achieved through a combination of mandatory legal frameworks, regular inspections by agency monitors or inspectors, and strict, site-specific safety plans implemented by contractors. Key measures include enforcing PPE usage, scaffolding stability, fire safety, and worker education on hazards to prevent accidents. Contractors are primarily responsible for OSH, requiring them to create hazard-specific plans, conduct safety training, and ensure safe working conditions for all workers. Effective enforcement involves unannounced site visits, checking for structural stability (e.g., scaffolding), proper signage, and verifying emergency procedures.

1.9 OSH requirements embeded in contracts/bidding document

Occupational Safety and Health (OSH) requirements are embedded in contracts and bidding documents through a structured, multi-stage process that ensures safety is considered from initial tender to project completion. This integration involves defining OSH as a contractual obligation, requiring bidders to prove their safety capabilities, and including specific safety costs in the bill of quantities. Here is how OSH requirements are typically embedded:

- **Safety Pre-qualification:** Before bidding, contractors may be required to qualify based on their safety records, such as incident rates, legal notices, and past performance, to ensure they can manage OSH risks.
- **Tender Submission Requirements:** Bidders are often required to submit a signed Code of Conduct (CoC) paper, a comprehensive Health and Safety Plan, including, emergency procedures, risk assessments, and intended safety training programs.
- **Bill of Quantities (BoQ):** OSH requirements are made a permanent feature by including them as line items in the BoQ (e.g., cost of personal protective equipment, safety training), preventing contractors from cutting safety costs.

  By embedding OSH requirements in these documents, the client ensures that safety is not merely an afterthought but a mandatory, funded, and monitored component of the contract.

1.10 General Safety Rules

The following general safety rules apply to all work carried out for all construction sites:

- Safety helmet, safety boots and suitable clothing must be worn (except in site office/portacabin/site, amenities).
- In accordance with the risk assessment and separate marking of special areas, additionally/alternatively personal protective equipment (safety goggles, safety gloves, safety harness etc.) must be used.
- In noise areas (noise level > 85 dB(A)) ear protection must be worn.
- Prior to starting certain work, the necessary work permit must be obtained.

- Contractor personnel are only permitted access to the work areas indicated to them.
- Mobile phones may not be brought into explosion hazard areas.

1.10 General Safety Rules

The following general safety rules apply to all work carried out for all construction sites:

- Safety helmet, safety boots and suitable clothing must be worn (except in site office/portacabin/site, amenities).
- In accordance with the risk assessment and separate marking of special areas, additionally/alternatively personal protective equipment (safety goggles, safety gloves, safety harness etc.) must be used.
- In noise areas (noise level > 85 dB(A)) ear protection must be worn.
- Prior to starting certain work, the necessary work permit must be obtained.
- Contractor personnel are only permitted access to the work areas indicated to them.
- Mobile phones may not be brought into explosion hazard areas.

Chapter 2

Safety and Health responsibility on site

On a construction site, safety and health responsibilities are shared, with top management ultimately responsible for ensuring a safe working environment via contractor involving the woekers. Contractor has a primary duty to provide a safe workplace, including identifying and mitigating hazards, providing training, and implementing safety procedures. Site supervisors from top management are responsible for ensuring that workers adhere to safety protocols and for addressing hazards promptly. Workers also have a responsibility to follow safety procedures, report hazards, and participate in safety initiatives.

2.1 Detailed responsibilities

- **Top management:** Has overall responsibility for establishing and maintaining a comprehensive safety and health program. This includes allocating resources, setting safety policies, and ensuring accountability at all levels.
- **Contractor:** Responsible for providing a safe and healthy work environment, including identifying and controlling hazards, providing training and information, and ensuring adequate supervision.
- **Site supervisors or inspectors:** Responsible for implementing safety procedures, monitoring worker activities, addressing hazards promptly, and ensuring that workers are properly trained and equipped.
- **Workers:** Responsible for following safety procedures, reporting hazards, participating in safety training, and using personal protective equipment (PPE). Every person employed by the Contractor must comply with the general rules and duties set out on site and take steps to understand the workplace hazards and risks and measures to prevent them. Workers must reduce and eliminate workplace hazards, report unsafe conditions and practices to the site-safety personnel if necessary.
- **OSH professionals:** May be involved in developing and implementing safety programs, conducting inspections, and providing training and guidance on OSH matters. In case of PARTNER, the E&S safeguard specialis and Gender specialist acting as such proffessionals.
- **Safety Committees:** Provide a forum for workers and management to discuss safety issues, identify hazards, and develop solutions. PARTNER has not any such a committee, but there is a site monitoring committee who can play as site-safety committee consultation with the E&S focal point of respective agency, APD and OSH professionals.

2.2 Key aspects of OSH implementation

- **Risk Assessment:** Identifying potential hazards and assessing their associated risks.
- **Control Measures:** Implementing measures to eliminate or control identified hazards, such as engineering controls, administrative controls, and personal protective equipment.
- **Training and Awareness:** Providing workers with the necessary training and information to work safely, including hazard identification, safe work procedures, and emergency procedures.
- **Emergency Preparedness:** Developing and implementing emergency plans and procedures to respond to potential incidents, such as fires, accidents, or natural disasters.
- **Incident Reporting and Investigation:** Establishing procedures for reporting and investigating accidents and near misses to identify root causes and prevent recurrence.
- **Monitoring and Evaluation:** Regularly monitoring the effectiveness of safety programs, conducting audits, and evaluating performance to identify areas for improvement.

2.3 Due diligence

Due diligence in Occupational safety and health (OSH) means taking all reasonable steps to ensure a safe workplace and prevent harm to workers and others. It is a proactive approach that requires employers, particularly officers and senior managers, to understand and implement OSH requirements, identify hazards, assess risks, and implement control measures. Essentially, it is about demonstrating that the top management has done everything reasonably practicable to protect his workers.

Chapter 3

Risk control and management

Occupational Safety and Health (OSH) risk control and management is to systematically identify hazards, evaluate associated risks, and implement measures to eliminate or control those risks, minimizing potential injuries and illnesses in the workplace. This proactive approach not only protects employees' well-being but also enhances productivity, reduces costs, and improves the programme's overall reputation.

3.1 Administrative requirements for record-keeping

Administrative requirements for Occupational Safety and Health (OSH) operations involve establishing policies, organizing responsibilities, planning and implementing procedures, and evaluating performance to ensure a safe and healthy work environment. These requirements cover various aspects, including risk assessment, hazard identification, safe work practices, emergency preparedness, and worker training. Contractor's key staff at site have to ensure the important administrative actions:

- Worker Participation: Actively involving workers in the OSH process, including hazard identification, risk assessment, and the development of control measures.
- Training and Competence: Ensuring that all workers receive adequate training and are competent to perform their tasks safely.
- Communication: Establishing effective communication channels for sharing information about OSH issues.
- Record Keeping: Maintaining accurate records of OSH activities, including training, inspections, incidents, and corrective actions.

By implementing these administrative requirements, organizations can create a safer and healthier work environment, minimize risks, and comply with relevant OSH regulations.

3.2 E&S documents available at site

The following E&S documents are need to do available on site premises:

- Environment and Social Management System (ESMS)
- Site-specific E&S management plan (ESMP)
- Operational guidelines of Occupational safety and health (OSH guideline)
- Occupational safety and health Plan (OSHP)
- OSH monitoring checklist etc.

3.3 Site layout display

An effective and clear site layout is crucial for Occupational Safety and Health (OSH) operations. It involves strategically organizing the workplace to minimize hazards and ensure worker safety. Key elements include clear walkways, designated areas for materials and equipment, proper ventilation, adequate lighting, and emergency access points, stockyard, temporary waste bin, labor shed, toilet, breast feeding room, rest room, primary health care area, denger zone etc.. This site layout to be displayed at the entrance point and workplace.

3.4 Site Safety Plan

Contractors are to prepare a site safety plan for each of their sites. Copies of the site safety plan with emergency procedures, emergency contact numbers should be made readily available to the workers and should be displayed at each site of work and notice boards. The plan should cover but not be limited to the following issues:

- Details of emergency and evacuation procedures in case of accidents, natural disasters, evacuations, construction and other hazards, fire, structural collapse, first aid protocols and others.
- Regular risk assessment and risk reduction activities and their results.
- Personal Protective Equipment and their proper use checklist.

- Accidents and incidents investigation report.
- Safety and training register.
- Site induction register.
- Designated emergency personnel with contact details.
- First aid facilities etc.

3.5 General safety and health provisions

General safety and health provisions for Occupational Safety and Health (OSH) operations include establishing a robust OSH policy, implementing risk management and control measures, ensuring worker participation, and providing adequate training and education, ensure general facilities etc.. These provisions aim to prevent accidents, injuries, and illnesses in the workplace by minimizing hazards and promoting a safe working environment.

3.6 Training of personnel and workers

Site manager and contractor should organize training programme for safety and health management for the workers. without adequate training can cause serious injuries and/or even death. All workers should be informed about site rules and safety procedures making sure that they understand them before starting work rather than relying on them to pick it up as they go along. Training should be provided to all workers at no cost and should take place during working hours. Training should cover site safety rules, services, facilities, OSH hazards, risks and control measures, First aid provisions etc.

Pic. 1: Worker's Training

3.7 Use of Personal Protective Equipment (PPE)

Contractors shall at all times keep and maintain an adequate supply of suitable personnel protective equipments (PPE) which are readily available. Appropriate PPE shall be provided to all workers at no cost. Safety Officers must ensure that all personnel on site, including visitors and management must also wear suitable PPEs before entering the site. All sites must be equiped with reasonable number of hard hat, safety boots, jacket, safety helmets, gloves etc. Contractors and sub contractors shall guide all worker to wear appropriate personal protective equipment all the time during their work.

Pic. 2: User of PPE

3.8 Concrete and masonry construction requirements

Concrete and masonry construction require strict adherence to Occupational Safety and Health (OSH) practices to prevent accidents and injuries. Key areas include proper use of personal protective equipment (PPE), safe handling of materials and equipment, fall protection, and silica dust control. Personal Protective Equipment (PPE) for this purposes could be:

- **General:** Hard hats, safety glasses or goggles, and gloves are essential.
- **Concrete work:** Waterproof gloves, slip-resistant boots (high enough to protect legs), and knee protection (if kneeling) are crucial.
- **Silica dust exposure:** Respirators or dust masks are necessary when working with materials that produce silica dust.

3.9 Steel erection

Steel erection, a high-risk construction phase, necessitates robust Occupational Safety and Health (OSH) practices. Key areas include fall protection, structural stability, proper rigging, and comprehensive worker training. A site-specific erection plan, effective communication, and adherence to safety standards are crucial for minimizing risks during steel erection projects.

3.10 Demolition operations

Demolition operations require meticulous planning and adherence to safety practices to ensure the well-being of workers and the public. Key aspects include hazard identification, risk assessment, appropriate PPE, safe work procedures, and emergency preparedness.

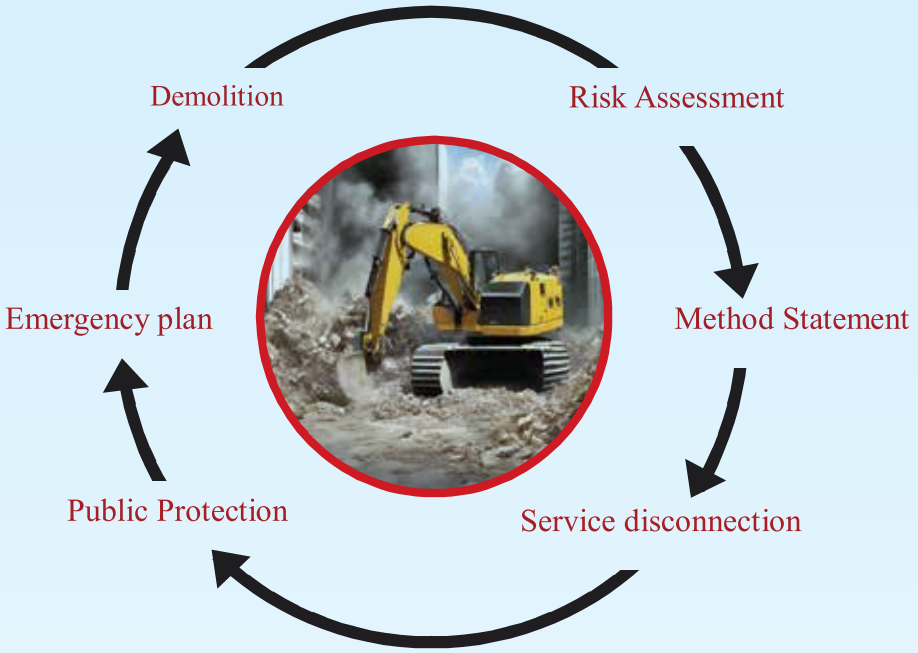

Diagram Planning and Preparation for demolition operations step by step

3.11 Medical services and first aid

In OSH (Occupational Safety and Health) operations, adequate medical services and first aid availability are crucial for ensuring worker safety and well-being. This includes having trained first aid providers, readily available first aid kits, and established procedures for handling injuries and illnesses. Key aspects of medical services and first aid in OSH are:

- **Trained Personnel:** Workplaces should have personnel trained in first aid.
- **First Aid Kits:** Basic first aid kits should be readily accessible and stocked with necessary supplies like bandages, dressings, and antiseptic wipes (Anexe 1).
- **Emergency Procedures:** Clear procedures should be in place for summoning emergency medical services (EMS) and for handling various injuries and illnesses.
- **First Aid Training:** Regular first aid training for designated employees is essential to maintain competency and stay updated on best practices.
- **Accessibility:** First aid kits and trained personnel should be easily accessible to all workers in the workplace.
- **Specific Needs:** Depending on the nature of the work, additional medical resources, such as on-site medical staff or specialized equipment, may be necessary.
- **Documentation:** Accurate records of first aid incidents, training, and supply usage should be maintained.
- **Medical Services:** In some cases, particularly in high-risk construction site, the presence of occupational health services or partnerships with local hospitals or doctor may be required.

3.12 Scaffolding design and erection

Scaffolding design and erection for Occupational Safety and Health (OSH) operations must prioritize safety by adhering to regulations, proper design, competent personnel oversight, and thorough inspection. Key aspects include ensuring stability, preventing falls, and using appropriate materials and components. A competent person, defined by their knowledge, training, and experience, should design, erect, and dismantle scaffolding. Scaffolds must be designed to support at least four times the maximum intended load. Platforms must be at least 50 cm wide and securely fastened to prevent movement.

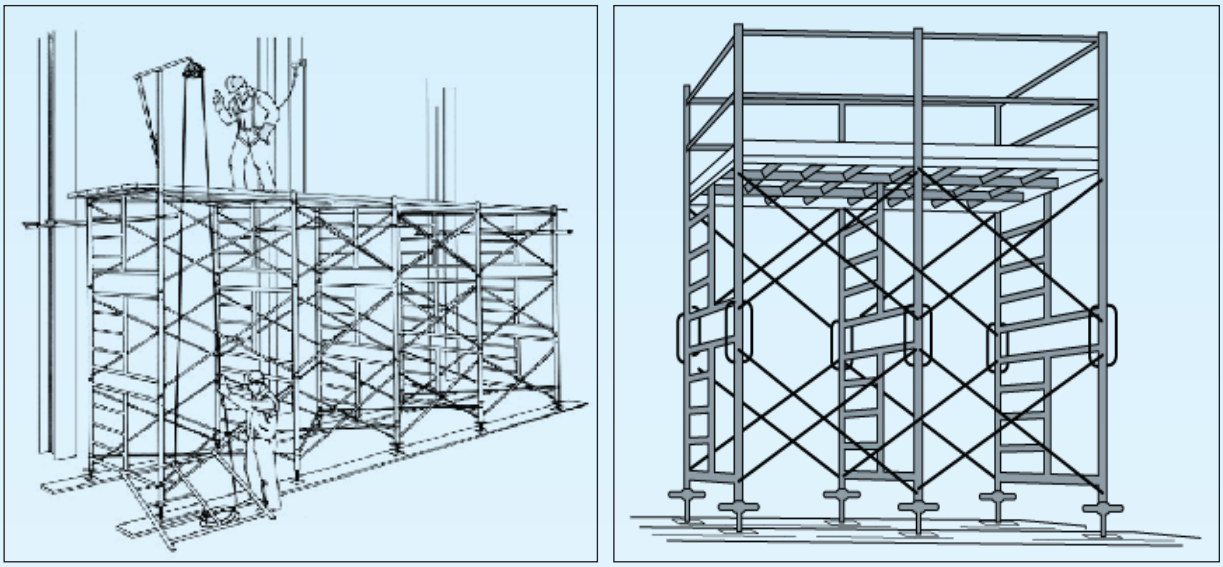

Pic 2: Scaffolding design

3.13 Hazard identification and risk control of risks

Hazard management is an important process of identifying hazards in the workplace, working out how much risk they pose then putting in place appropriate measures to deal with them. Hazards can be actual or potential risks, physical biological or behavioral and can arise or be caused within or outside the work place. Contractor has to identify the risks and hazards involved with the proposed work.

3.14 Working at a height

Working at a height causes serious risks and could be a high cause for accidents. Therefore, where a danger of any person or any materials or of things falling from a height or work of place, consideration should be given to the distance a person or any material or things might fall. Safety nets must be provided where necessary; should be hung as close as possible to the underside of the work area; and installed with sufficient clearance to prevent contact with the surface below when a person falls of them. Safety materials should be checked weekly and replace or repair when necessary.

3.15 Electrical works

No electrical installation, service or power supply shall be used or connected unless prior approval has been received by the contractors. Contractors must provide detail plans of electrical installation and of the equipment and usage. All electrical installation work on site shall be done in accordance to the plan provided and shall be carried out by a trained electrician. Tools and equipments should be inspected prior to their first.

3.16 Hazardous chemicals and substances

Appropriate personal protective clothing and equipments must be provided, safe handling should be aimed at eliminating or minimizing risk to workers and others and should involve reading the labels and complying with the instructions. Should be stored in their original containers in a safe, well ventilated secure place and in accordance to the directions on their labels and complying with the instructions. Should be stored in their original containers in a safe, well ventilated secure place. Cautions should be taken while transporting the chemicals and hazardous substances. All workers should be trained in the correct practices.

3.17 Welding and hot works

All welding and hot works should be carried out so that the risks are kept at a minimum. Equipment must be stored in a proper place, routinely inspected. Welders must be provided with face and eye protection with correct grade of shield, gauntlet gloves, safety footwear, welders aprons and overalls and the vicinity should be safe to breathe and free from flammable gases. Cylinders must be stored in an upright positions and away

from other flammable substances and sources of ignition and should take caution not to roll along the ground or handled roughly. The hose should be checked before every use for signs of damage

3.18 Guide to safety signs and symbols in the workplace or site

Safety signs and symbols are an essential aspect of workplace safety. These signs provide critical information to employees and visitors, alerting them to potential hazards and guiding them toward safe practices. In this comprehensive section, the importance of safety signs and symbols in the workplace, the different types of signs and symbols, and how to effectively use those etc. are mentioned.

Safety signs and symbols

Safety signs and symbols are the drawings used to communicate specific messages related to safety and health. They are designed to prevent accidents, injuries, and illness in workplaces, public spaces, and other environments. These signs and symbols are universally recognized and conform to certain standards to ensure their effectiveness.

Pic 3. Site safety signs and symbols dispaly

Types of Safety Signs and Symbols

Safety signs and symbols are classified into various types based on their function and the kind of information they provide. Here are the main types:

- **Prohibition Signs:** These signs indicate actions that are not allowed for safety reasons, such as "No Smoking" or "Do Not Enter". They are typically circular with a red border, a diagonal red line, and a black symbol on a white background.
- **Warning Signs:** These signs warn of potential hazards in the area, like "High Voltage" or "Slippery when wet". They are usually triangular with a yellow or amber background and a black border and symbol.
- **Mandatory Signs:** These signs indicate actions that must be taken to maintain safety, for example, "Wear Protective Equipment" or "Hard Hats Required". They are often circular with a blue background and a white symbol.
- **Emergency Exit and First-Aid Signs:** These signs show the locations of emergency exits, escape routes, and first-aid equipment. They are typically rectangular or square with a green background and a white symbol.
- **Fire Safety Signs:** These signs indicate the location of fire-fighting equipment and fire exits. They are usually rectangular or square with a red background and white symbol.
- **Hazard Signs:** These signs warn of specific hazards such as toxic materials, radiation, or

explosive materials. They are typically diamond-shaped with a white background, black border and symbol, and specific colors (red, yellow, blue, or green) in the upper half depending on the type of hazard.

Prohibition Signs | Warning Signs | Mandatory Signs | Emergency Exit sign

Fire Extinguisher sign | Poison sign | High voltage sign | Radioactive sign

Flammable sign | Under contruction sign | PPE sign | First aid sign

Pic 4. Different Site safety sign

3.19 OSH Executing sectors

Agriculture field: Agriculture workers are often at risk of work-related injuries, lung disease, noise-induced hearing loss, skin disease, as well as certain cancers related to chemical use or prolonged sun exposure. Pesticides and other chemicals used in farming can also be hazardous to worker health. Risk reducing actions to be taken for each field.

Construction site: Construction is one of the most dangerous occupations in the world, incurring more occupational fatalities than any other sector. Workplace or construction site safety notices, signboard, safety signs, First aid box, proper safety equipment, Personal Protective Equipements (gloves, aprone, hard hat, googles etc.) to be there.

Requirements

In conclusion, safety signs and symbols are an essential aspect of workplace safety. These signs provide critical information to employees and visitors, alerting them to potential hazards and guiding them toward safe practices. By understanding the importance of safety signs and symbols, the different types of signs and symbols, and common safety signs uses, workplaces can improve overall safety culture and reduce the risk of accidents and injuries. Therefore, workplace safety notices at the entrance of a construction site to be displayed and putting signs where it is necessary.

3. 20 Community and health safety plan

(i) Traffic control:

A construction site traffic management plan (TMP) is a vital, documented strategy ensuring the safe, orderly movement of vehicles, machinery, and pedestrians, minimizing risks, and managing congestion. It outlines designated access routes, loading zones, signage, speed limits, and segregation methods to separate pedestrians from vehicular traffic. Key Components of a Traffic Management Plan are:

- Site Layout Mapping: Clear identification of entry/exit points, pedestrian paths, and dedicated haul routes for plant and materials.
- Segregation Strategies: Use of physical barriers, fencing, and marked walkways to prevent interaction between pedestrians and vehicles.
- Traffic Control Measures: Placement of traffic controllers, signage, and lighting, especially at junctions, to manage traffic flow and improve visibility. A construction Traffic Management Plan (TMP) ensures safety by separating pedestrians and vehicles, with typical on-site speed limits set low, often 10-20 mph (approx. 15-30 km/h), tailored to site hazards.
- Flagger Duties: Trained personnel controlling traffic flow, ensuring safe entry/exit, and monitoring pedestrian safety, particularly during vehicle reversing.
- School/market timing: A Traffic Management Plan (TMP) for a construction site located near schools or markets must prioritize public safety and minimize disruption by strictly scheduling vehicle movements around high-pedestrian hours. Key strategies include restricting heavy vehicle deliveries to off-peak times (e.g., 9:00 AM–3:00 PM), enforcing strict pedestrian separation, and using banksmen (traffic marshals) during site access/egress.

(ii) Community notification:

A comprehensive traffic management plan (TMP) for community notification requires early, multi-channel communication regarding road closures, detours, and altered access points. Key strategies include distributing flyers, updating websites, and erecting clear, pre-construction signage to inform residents and commuters about project timelines, safety measures, and, if necessary, altered public transport routes. Provide advance notifications 1–2 weeks before work begins, detailing project duration and peak hours.

(iii) Perimeter control:

A construction site perimeter traffic management plan must establish clear, segregated routes for vehicles and pedestrians using fencing, gates, and signage to manage access. Key components include dedicated entry/exit points, designated loading zones, traffic controllers (flag persons), and strict speed controls to prevent vehicle-pedestrian conflicts. Install rigid barriers, such as concrete barriers or fencing, to separate vehicles from pedestrian walkways. Install clear, reflective, or illuminated signage at the perimeter to warn of hazards and indicate speed limits. Ensure clear, protected, and well-lit pedestrian pathways that are separated from vehicle traffic. A well-designed TMP reduces accidents, minimizes site delays, and helps meet safety regulations.

(iv) Emergency coordination/Point of emergency contact: Provide a dedicated phone number or email address for public enquiries or complaints.

3.21 Materials handling and storage

Worksites should have a barricaded protective hoarding area so that the general public would be protected from the work in progress. There should be adequate safety distance between the worksite and hoarding area.

3.22 Restrictions on children and person under the age of 18

Sub contractor shall employ Children and person under the age of 18. Contractors shall take practicable steps to ensure that no persons who has not yet completed the age of 18 years is employed. Site in charge must have records of any such visits.

3.23 Common workplace hazards

- **Slips, trips and falls:** According to the HSE, slips, trips and falls on the same level are the most common cause of non-fatal workplace injuries in the UK. They account for around 30% of all reported incidents.
- **Fire hazards:** Workplace fires are rarely due to a single failure. They often result from a combination of overlooked hazards, poor maintenance and inadequate staff training.
- **Hazardous substances:** Hazardous substances in the workplace include cleaning fluids, biological agents, and airborne particles such as wood dust, flour and silica. All of these can cause serious harm if not properly managed.
- **Environmental conditions:** Environmental hazards in the workplace can directly contribute to accidents and occupational illness if left unmanaged.
- **Workplace stress:** Work-related stress is a health and safety issue with direct consequences for both individual health and organisational risk.
- **Vehicle-related incidents:** Workplace transport presents a high risk of serious injury or death – particularly in logistics, construction, manufacturing and agriculture.
- **Inadequate training:** Training failures are a common underlying cause of workplace accidents.

3.24 Tasks of OSH practioner

The main tasks undertaken by the OSH practitioner include:

- Inspecting, testing and evaluating workplace environments, programs, equipment, and practices to ensure that they follow government safety regulation.
- Designing and implementing workplace programs and procedures that control or prevent chemical, physical, or other risks to workers.
- Educating employers and workers about maintaining workplace safety.
- Demonstrating use of safety equipment and ensuring proper use by workers.
- Investigating incidents to determine the cause and possible prevention.
- Undertaking actions for protection and prevention of potential risks.
- Monitors/ OSH specialists examine worksites for environmental or physical factors that could harm employee health, safety, comfort or performance.
- Preparing written reports of their findings.

3.25 Raising awareness on OSH

For raising awareness on OSH includes:

- Rregular observance of Occupational safety and health Day on April 28 each year by the state.
- Publicity on OSH related issues through government and private TV channels and other media.
- Motivation of all employers to implement the OSH issues.
- Arrangement of discussions or meetings, consultations and trainings for employees/ workers of agencies provides information on laws related to OSH, rights and responsibilities regarding safe and healthy workplaces and arrange orientation to the workers.

Pic 5. Arrangment of primery health safety

3.26 Occupational safety and health tips

Workplace safety is an important part of any job and requires that everyone in the programme or project adhere to the safety guidelines and policies in place. Carefully following appropriate safety guidelines can go a long way toward preventing workplace injuries. Here are some ways you can work to stay safe on the job.

Be Aware: All the workers and staff always be alert to what's happening in his/her surroundings; remember that his/her safety is his/her responsibility. Understand the particular hazards related to his/her job or workplace, and keep clear of potentially hazardous areas or situations. He/she should be awake and attentive on the job, and be particularly aware of machinery and equipement use. Everybody must avoid going to work under the influence of alcohol or drugs, which can compromise his/her concentration, coordination, judgment, motor control and alertness.

Maintain correct posture: He/she should use correct posture to protect his/her back while at work. If you sit at a desk, keep your shoulders and hips in line and avoid hunching over. He/she should use correct form when lifting objects and avoid twisting and stooping. The following tips provide information about lifting correctly:

- Use both hands to lift or carry a heavy object.
- Adopt a proper lifting stance by putting the strain on your legs, keeping your back straight and not bending at the waist.
- Wear a back brace for heavy work.
- Test the weight before picking up the item.
- Lift items smoothly and slowly.
- Move your feet instead of your back when traveling or turning with a heavy object.
- Hold the load close to your body.
- Ask for help to move loads that are too heavy for you.

Take breaks regularly

If anybody feel tired he/she shoul take a short rest. Otherwise it may causes workplace injuries. Regular breaks help his/her stay fresh and alert on the job. It is particularly important to take short breaks when his/her has a task that requires repetitive movements over a long period of time.

Use equipment properly

The workers always take the proper precautions when operating machinery or using tools. Taking shortcuts is a leading cause of workplace injuries. When using tools and machinery, put safety first with the following tips:

- Only use machinery you are trained and authorized to use. Only perform tasks you have been properly trained to perform.
- Read and follow all labels and instructions.
- Keep tools clean and in good working order.
- Organize tools and always return them to their proper place.
- Never leave machinery unattended while it is running.
- Always obey operating instructions.
- Never remove or tamper with safety guards.
- If something seems wrong, immediately stop the machine and get assistance. Communicate with those around you.
- Never walk in front of heavy equipment.
- Don't tamper with hazardous items, including cords, switches and electric controls.
- Wear appropriate and compact clothing; loose, billowing clothing and accessories can easily get caught in moving parts.
- Never place fingers or other objects into moving machinery.
- Turn off equipment before moving, cleaning, adjusting, oiling or un-jamming.

Locate emergency exits

Workers should know where emergency exits are located and keep the path to them clear. He/she should also have clear access to emergency shutoffs on machinery.

Report safety concerns

If anybody notice a potential safety hazard or risk, he/she must report it to his/her supervisor immediately so they can address the situation.

Practice effective housekeeping

Workers shouls maintain a clean and organized workplace environment. Everyone should be involved in and keep these tips in mind:

- Prevent trips, slips and falls by keeping all floors clean and dry.
- Eliminate fire hazards.
- Control dust accumulation.
- Use appropriate procedures to prevent falling objects.
- Keep the workplace clutter free.
- Store all mateials and equipment properly.
- Regularly inspect tools and personal protective equipment to make sure they are in good working order.

Use Appropriate Safety Equipment

It is important to use the proper safety equipment for a task to help protect workers from injury:

- Wear appropriate clothing and shoes for your job.
- Know the location of fire extinguishers and first aid kits.
- Use a hard hat if there is a risk of falling objects.
- Wear gloves when handling toxic substances or sharp objects.
- Wear goggles when there is a hazard to your eyes.
- Use safety harnesses if there is a danger of falling.
- Wear non-skid shoes when working on slippery surfaces or lifting heavy objects.
- Wear a breathing mask.
- Use all protective equipment intended for your task including seat belts, protective headgear or clothing and safety glasses.

3.27 Reporting

The Contractor or sub contractor must maintain and keep a record of accidents or illnesses with the required data and information.Work related injuries or illness must be reported to the site in charge immediately by the contractor.

Chapter 4

Gender and Occupational Safety and Health

4.1 Introduction

"Safety is a right for all, but the solutions are not the same for everyone."

Occupational health and safety (OHS) risks are not experienced equally by men and women. Biological differences, types of work, social roles, reproductive health, and cultural norms shape how risks are perceived and experienced. Therefore, integrating a gender perspective in OHS guidelines is critical to ensure a safe, healthy, and inclusive workplace for all workers—women, men, and those with diverse abilities.

4.2 Gender-Differentiated Risks

Men and women face distinct occupational risks due to differences in physiology, work roles, and social context. Women are often exposed to risks related to reproductive health, lack of suitable PPE, inadequate workplace facilities, and risks of harassment. Men, on the other hand, are generally more exposed to accidents from heavy machinery, strenuous labor, and job-related stress.

Risk Category	Women's Specific Risks	Men's Risks	Explanation
Physical Risks	PPE (gloves, boots, helmets) often too large; difficulties in lifting heavy loads.	Higher exposure to accidents from heavy machinery, electrical hazards, or working at heights.	Different body structures require gender-appropriate PPE and task allocation.
Reproductive Health	Chemicals, dust, noise, and prolonged standing during pregnancy or breastfeeding pose severe risks.	Not directly applicable, though men face stress-related health conditions from overwork.	Women's reproductive health demands special protection and light-duty assignments.
Lack of Facilities	Absence of separate toilets, washrooms, or lactation rooms causes health and dignity concerns.	Facilities may suffice, but overcrowding or poor hygiene can also create risks.	Women-friendly infrastructure is essential for inclusive safety.
Psychosocial Stress	Sexual harassment, discrimination, and stigma reduce mental well-being and productivity.	Stress from heavy workloads, accidents, or job insecurity.	Mental safety is as important as physical safety.

Tips

- Provide gender-appropriate PPE in multiple sizes.
- Assign light, risk-free tasks for pregnant workers.
- Establish separate, safe toilets and lactation rooms.
- Create confidential channels for reporting harassment.

4.3 Preventive Measures

To reduce gender-specific risks, organizations must adopt tailored preventive measures that ensure both women and men can work safely and productively.

Gender-Appropriate PPE: Provide gloves, boots, helmets, and aprons in sizes suitable for women as well as men.

Example: Ordering small-sized safety boots and gloves specifically for women workers.

Safe Work Environment: Exempt pregnant workers from hazardous chemical exposure, dust, or physically strenuous work.

Example: Reassigning pregnant workers to administrative or supportive roles.

Improved Facilities: Ensure clean, well-lit, and separate toilets, washrooms, and lactation rooms.

Example: Installing temporary gender-specific toilets on construction sites.

Gender-Sensitive Training: Train all workers on safe practices, harassment prevention, and reporting mechanisms.

Example: Monthly gender and safety awareness sessions in local language.

4.4 Institutional Measures

Individual precautions are not enough; organizational commitment is essential. Institutions must adopt gender-responsive policies, monitoring systems, and accountability mechanisms.

Organizational Responsibilities: Establish a GBV and Sexual Harassment Prevention Policy with confidential reporting and grievance redressal. Form OSH Safety Committees with both men and women members.

Example: Each project site must have at least one female member on the safety committee.

Monitoring Tools:

- Collect sex-disaggregated data on accidents, illnesses, and complaints.
- Include gender-based OHS data in monthly/quarterly reporting.

Example: Use reporting formats that separately record incidents, training participation, and complaints of male and female workers.

4.5 Case Example

- At a construction site with about 30 workers (both men and women), women workers wanted to use PPE such as gloves and boots. However, all the PPE provided was in men's sizes, which made them uncomfortable and unsafe. Boots slipped off, gloves were too loose, and the risk of accidents increased.
- The site manager responded by ordering women-sized PPE. Once received, women workers could perform their tasks safely and comfortably. This not only reduced accidents but also improved confidence and productivity.
- Lesson learned: Gender-responsive PPE provision is a small but critical step that enhances safety, dignity, and efficiency at the workplace.

4.7 Conclusion

A gender perspective does not mean giving women "special privileges." It means recognizing that women and men face different risks and ensuring equal protection, safety, and dignity for all. Women may be more vulnerable to reproductive health risks, harassment, or lack of facilities, while men often face risks from heavy machinery, strenuous physical work, and occupational stress. By acknowledging and addressing these differences, workplaces can build a safe, inclusive, and equitable environment. If organizations integrate gender considerations into their OHS policies, infrastructure, and training, workplaces will not only become safer but also more productive, respectful, and sustainable.

Chapter 5

Worker Grievance Redress Mechanism (GRM) for OSH

A mandatory Worker Grievance Redress Mechanism (GRM) shall be established and operational at all construction and project sites in line with Occupational Safety and Health (OSH) and Labor Management Procedures (LMP) requirements, and consistent with international good practice (e.g., World Bank and ILO standards) and national legislation such as the Bangladesh Labor Act 2006.

5.1 Purpose

The Worker GRM is a formal, transparent, and accessible system to receive, assess, and resolve worker complaints related to:

- Occupational health and safety
- Working conditions
- Labor rights
- Workplace misconduct, including sexual harassment and abuse.

A mandatory Worker GRM shall be established with multiple uptake channels (site box, phone/SMS, supervisor, OSH focal, gender focal), confidentiality and non-retaliation provisions, defined resolution timelines, SEA/SH survivor-centered referral (at least a placeholder protocol), and reporting through monthly OSH logs.

The GRM shall apply to all project workers, including direct workers, contracted workers, and subcontractor workers.

5.2 Core Principles

- **Accessibility:** The GRM shall be easily accessible to all workers without discrimination, including women, migrant, and low-literacy workers. Verbal and written complaints shall be accepted.
- **Confidentiality and Non-Retaliation:** Workers may submit complaints confidentially and anonymously. Retaliation, threats, intimidation, or harassment against complainants are strictly prohibited.
- **Anonymity:** Anonymous grievances shall be accepted and processed with equal priority.
- **Gender Sensitivity:** The GRM shall be safe and accessible for women workers, including:
  Option to report to a female focal point.
  Private and safe reporting space.
  GRM information displayed in local language and pictorial form.
  Flexible reporting times.
- **Fairness and Timeliness:** Grievances shall be addressed objectively and within defined timeframes.

5.3 Mandatory Uptake Channels for Complaints

The Worker GRM shall have multiple uptake channels, including at minimum:

- Site complaint/suggestion box
- Phone/SMS or hotline
- Immediate supervisor or foreperson
- OSH focal point/Environmental–Social focal point
- Gender focal point (preferably female for SEA/SH and sensitive complaints)

Workers may use any channel without restriction. Complaints may be verbal or written. No worker shall be required to use only one fixed channel.

5.4 Confidentiality and non-retaliation

Workers shall be able to submit grievances anonymously. All personal data shall be protected. Information

shall only be shared on a strict need-to-know basis.

A zero-tolerance policy against retaliation shall apply. Any retaliation against a complainant shall result in disciplinary action in accordance with the Code of Conduct and labor regulations.

5.5 SEA/SH Survivor-Centered Referral (Placeholder Protocol)

The project shall establish a SEA/SH survivor-centered referral protocol for Worker GRM cases, which prioritizes the survivor's safety, dignity, confidentiality, and informed choice. At minimum, the protocol shall include:

- A designated gender/SEA-SH focal point
- A list of service providers (health, psychosocial, legal)
- Procedures for safe and confidential referral
- Assurance that survivors are not required to confront the alleged perpetrator
- Recording of only coded, non-identifiable information

This protocol shall be further detailed in a standalone SEA/SH response guideline or annex.

Protocol Placeholder:

SEA/SH complaints shall not be handled through standard GRC investigation procedures. Only coded, non-identifiable data shall be recorded. Disciplinary measures shall follow the Code of Conduct and labor law.

5.6 Procedure, Structure, and Resolution Timeline

Setup of GRC

A Grievance Redress Committee (GRC) shall be established at site or project level.

- At least one female member shall be included
- Members shall be trained on OSH, labor rights, and survivor-centered response
- Any member with conflict of interest (e.g., alleged perpetrator) shall be excluded

Steps of Resolution

- **Step 1:** Resolution at site/GRC level within 7 days
- **Step 2:** If unresolved, escalation to Project Management (PMU/Project Director) within 14 days
- **Step 3 (Appeal):** If still unresolved, the worker may appeal to higher project authority or relevant labor authority

Documentation

All grievances shall be recorded in a register/logbook with:

- Date
- Nature of complaint
- Action taken
- Status (resolved/unresolved)

5.7 Capacity Building and Awareness

- All workers shall receive GRM and SEA/SH information during induction.
- Supervisors and GRC members shall receive specialized training.
- Periodic refresher sessions shall be conducted.

5.8 Reporting in Monthly OSH Logs

- Records Tracking: All grievances shall be logged with action and resolution status
- Sex-disaggregated data shall be maintained
- SEA/SH cases shall be reported only in aggregate form
- Monthly review shall be conducted by the Social/OSH Specialist
- PIU/PMU shall report grievance status in periodic reports to PCU and the World Bank

Chapter 6

Monitoring, evaluation and reporting

Monitoring, evaluation, and reporting of Occupational Safety and Health (OSH) performance are crucial for ensuring a safe and healthy workplace. This involves establishing procedures for regular monitoring, measuring performance against pre-determined objectives, and reporting findings to relevant stakeholders, including regulators if required. This process helps identify areas of strength and weakness, enabling continuous improvement of OSH management systems.

5.1 Purpose

- **Continuous Improvement:** Monitoring and evaluation provide insights into the effectiveness of OSH management systems, allowing for continuous improvement and adjustments.
- **Compliance:** Regular reporting helps PARTNER demonstrate compliance with OSH regulations and legal requirements.
- **Risk Management:** Monitoring helps identify and assess risks, enabling proactive measures to prevent incidents and injuries.
- **Accountability:** Establishing clear procedures for monitoring and reporting ensures accountability at all levels of the organization.

5.2 Elements

- **Performance Indicators:** Organizations should define relevant and measurable OSH key performance indicators (KPIs) aligned with their specific needs and objectives. Select the KPIs and use a checklist during monitoring.
- **Data:** Implement procedures for collecting data from various sources, such as inspections, audits, incident reports, and employee feedback. Collect data and relevant information, documents, photos from the monitoring site.
- **Analysis and Interpretation:** Develop methods for analyzing collected data to identify trends, patterns, and areas of concern.
- **Corrective Actions:** Establish a system for implementing corrective actions based on the findings of monitoring and evaluation. Actions to be taken after each monitoring.
- **Communication:** Ensure that monitoring and evaluation results are communicated effectively to relevant stakeholders.

5.3 Monitoring

This involves actively tracking and collecting data on various aspects of OSH performance, such as hazard identification, incident reporting, and adherence to safety procedures. The concerned site monitoring personnel are the key monitor to do this, but the top management also inspect the OSH performance.

Process:

Diagram Monitoring and evaluation steps

- Plan to visit, clearly outline what aspects of OSH performance will be monitored and what the objectives of the monitoring process are.
- Select appropriate performance indicators (Annexe 2).
- Focus on the health and well-being of workers, including monitoring for occupational illnesses,

injuries, and exposure to hazards etc. during visit.

- Track the potential hazards and exposures in the workplace, such as chemical usage, noise levels risks during monitoring.
- Collect data from various sources, including incident reports, inspection reports, audits, and worker feedback.
- Take the corrective action (s) if needed.
- Regularly review the entire monitoring process to identify areas for improvement and ensure it remains effective.

Examples:

- **Inspections and Audits:** Regular workplace inspections and audits to assess compliance with safety procedures and identify potential hazards.
- **Incident Reporting:** Encouraging employees to report incidents, near misses, and hazards.
- **Health Monitoring:** Monitoring the health of workers through medical surveillance and exposure assessments.
- **Equipment Monitoring:** Tracking the maintenance and performance of safety equipment.
- **Training Effectiveness:** Evaluating the effectiveness of OSH training programs.

5.4 Evaluation

The collected data is analyzed to assess the effectiveness of OSH measures and identify areas for improvement. This may involve comparing performance against established benchmarks, legal requirements, or programme best practices. Regularly monitoring and evaluating the effectiveness of the OSH management system is crucial. This includes:

- Inspections: Conducting regular workplace inspections to identify and correct hazards.
- Audits: Performing internal and external audits to assess compliance and identify areas for improvement.
- Incident Reporting and Investigation: Establishing procedures for reporting and investigating accidents and near misses.
- Action for Improvement: Taking corrective and preventive actions based on the evaluation results to continually improve OSH performance.

5.5 Reporting

Determine how the monitoring data will be reported and who will receive the reports. Findings from monitoring and evaluation are documented and communicated to relevant parties, including management, employees, and external stakeholders like regulators. The sight monitors is responsible to submit a quarterly report to the top management of the agency, as well as to the Programme coordinator.

Anexe 1. First aid box materials

As per the provisions of Chapter VIII, Section 76, Section 89(1) of Bangladesh Labor Rules 2015, each APCU office and workplace must have a first aid kit box or cupboard for the welfare and health protection of the partner's employees. And it should be clearly marked with the red crescent symbol. This box will contain the following materials/equipment-

1. Small sterile bandages-6
2. Sterile cotton (0.5 ounces each)-3 packets
3. Medium sterile bandages-3
4. Large sterile bandages-3
5. Large sterile bandages (for burns)-3
6. Hibisol/Hexasol (1 ounce)-1 bottle
7. Rectified spirit (1 ounce)-1 bottle
8. Scissors-1 pair
9. First aid pamphlet-1 copy
10. Painkillers and antacids, ointments for burns, eye ointments, antiseptic solutions-as needed
11. Saline solution-3 packets

If it is necessary to add any other equipment (blood pressure monitor/diabetes or sugar test ready kit, hot water bag, etc.) to this box or cupboard, they can also be kept under the direction of the authorities. The responsible officer will check these materials every 3 months. Other materials will be replaced or listed 1 month before their expiration date.

Anexe 2. Site Specific Occupational Safety and Health (OSH) compliance monitoring checklist

Agency:

Site or location:

Reporting period:

Sl. No.	Occupational Health Safety (OSH) Compliance Activities	Status		Action/ suggestions
		Yes	No	
1.	Administrative requirements for record-keeping			
2.	Site layout (showing stockyard, temporary waste bin, labor shed, toilet etc)			
3.	Traffic management plan			
4.	E&S documents at site (ESMP, Tools, ESIA checklist etc.)			
5.	Contractor key staff at site			
6.	Consultant key staff for E&S management			
7.	General safety and health provisions			
8.	PPE and life-saving equipment management- PPE and clothing, such as gloves, aprons, safety glasses, goggles and hard hats			
9.	Fire protection measure-Fire protection guidelines for alarms, hydrants, facilities and entryways			
10.	Signs, signals and barricades to prevent accidents			
11.	Proper materials handling, storage, use and disposal			
12.	Hand and power tools usage and storage			
13.	Welding and cutting practices			
14.	Electrical wiring			
15.	Fall protection for greater than six feet of height			
16.	Hoist and elevator usage			
17.	Motor vehicles, mechanized equipment operational safety			
18.	Concrete and masonry construction practices			
19.	Steel erection practices			
20.	Demolition practices			
21.	Stairways and ladders- Portable ladders			
22.	Toxic and hazardous substances- Hazardous chemical exposures and handling practices			
23.	Employer posting of safety guidelines in a public and visible place			

Sl. No.	Occupational Health Safety (OSH) Compliance Activities	Status		Action/ suggestions
		Yes	No	
24.	Record-keeping of safety permits, occupational injuries and employee training records			
25.	Safety and health program existence, consistency and participation			
26.	Medical services and first aid availability, proximity and response			
27.	Walkway clearance, surface management, elevation measurement and bridge compliance			
28.	Fall protection equipment			
29.	Foot protection equipment			
30.	Fall protection program availability			
31.	Design and erection of scaffolds			
32.	Scaffold standard inspection			
33.	General work environment-sanitation, debris mitigation, hazard removal, waste management, Noise management, Potable water -Clean and serviceable bathroom facilities			
34.	Other (if any)			

[*Please add/remove rows as required by the APCU reporting requirements*]

SAFETY FIRST, THEN WORK

Occupational Safety and Health (OSH)

Guidelines

THE WORLD BANK

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELPMENT

Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER)

Department of Agricultural Extension (DAE), Ministry of Agriculture,
Khamarbari, Dhaka, Bangladesh

March 2026